

“ছবি”

(~~বঙ্গদর্শিনী~~ পত্রিকা)

(পদ্মিনী, মণিনাথিনী, হাতীমহাল, ~~কল্যাণ~~,
চাঁদমাখা প্রভেতা)

(মিনার্ভা থিয়েটারের অভিনয়ের জন্য)

শ্রীহর্গাদান দে তর্জুক প্রণীত

৬

শ্রীদেবকী বাগ্‌চী কর্তৃক প্রথমবার প্রস্তুত

কলিকাতা

১১৬৬ প্রেস-ট্রাট “নূতন কলিকাতা প্রেস”

শ্রীপূর্ণচন্দ্র ব্রহ্মপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত

১৩০৭ সাল।

মূল্য ১০

পুষ্পাঞ্জলি ।

পরমপূজনীয়—

শ্রীযুক্ত বাবু গিরিশচন্দ্র ঘোষ

২। মহাশয় শ্রীচরণেব্ ।

বড়বাবু মহাশয় !

ছবি বুকে রাখিয়া এই ছবি অঁকিয়াছি, রঙে শুলিতে জানি না।
তুলিও ধরিতে জানি না; জানি মাত্র আপনার শ্রীচরণ;ভক্তের পুষ্পা-
ঞ্জলি গুরুপদে অর্পণ করিলাম, দয়া করিয়া গ্রহণ করুন। আপনার
আশীর্বাদে কত লোক উদ্ধার হইল। ভরসা—আপনার আশীর্বাদে
আমিও উদ্ধার হইব।

কলিকাতা
মিনার্ভা থিয়েটার।
১১ই পৌষ,
১৩০৩ সাল।

}

সেবকাহুসেবক
শ্রীচন্দ্র



প্রস্তাবনা :

(সে-কালের স্ত্রীগণ ও এ-কালের স্ত্রীগণ)

- এ-স্ত্রী । আমরা হালি বিলাসিনী ।
ফ্যাসানে পাগলিনী,
ফ্যাসান করি আমদানি ।
এই যে দেখ্‌ছ বাস্‌কেট্‌,
এতে আছে এটিকেট্‌,
এডুকেশনের মোরা, ক'রবো নাকো বেইমানি ॥
- সে-স্ত্রী । আমরা বিশ্বদলে গজাজলে
করি দেবতা অর্চন ।
গুরুজনার ভক্তি ভিন্ন অত্র কিছু জানিনা ॥
পতি ধর্ম, পতি কর্ম, পতিই দেবতা,
পতির বশে বশীভূতা, চাহিনা স্বাধীনতা,
প্রণমী মা ঈশানী, পদে ধরি স্নেহ করি,
রক্ষা করি তোমারি ॥
- এ-স্ত্রী । পিওনো বাজায়ে তুলিব তান ।
গলা ছেড়ে গাবো স্বাধীনতা গান ॥

সে-স্ত্রী । প্রাতঃকালে উঠি দুর্গা ব'লে ডাকি
গঙ্গা স্নান ক'রে, পটবস্ত্র প'রে,
পুজি শিব-শিবানী ॥

এ-স্ত্রী — আমরা স্কুলেতে যাব, বোর্ডিংয়েতে রব,
শুক্র-মা ভজিব, নতুল পড়িব, নায়িকা সাজিব,
করে কর দিয়ে প্রণয়ে ফেলিব,
বিলা-ভেজ্ ব'লে লেটার লিখিব,
লভের হুব রাজ রাণী ।

এ-স্ত্রী । ওলো বুড়ী হ'লে বুদ্ধি যায়, মিথ্যা কিছু নয় ।
সামনে এসে ক'ইত্তে কথা হয় না কি তোর ভয় ?
রাগের চোটে চোটে চোটে হয়েছে আমার—
ছেঁড়া চেটায় গুয়ে দেখিস্ স্বপ্ন লাখ টাকার ॥
ও তোর ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর যতক দেবতা ।
আমরা সবে হাজির হ'লে থাকবে কে কোথা ?
যালো চ'লে, অজ্ঞ জলে দেখে মূর্খি কদাকার ।
আর কেন লো, পটল তোল গেল অধিকার ॥

সে-স্ত্রী । ধর্ম ইহকালে পরকালে চাই তব বল ।
তোমারে ঠেলিলে যেন পায় প্রতিফল ॥

এ-স্ত্রী । হিন্দু ডিঙ্গার মিষ্টার কমিউনিটি ।
ইন্দুয়ানীর ক'রবো মোরা ভিটে মাটি চাটি ॥
এটিকেট হাজির হবে সদরে অকারে ।
নর না-ী সভা হবে একালের জোরে ॥

(একালের স্রীগণের গীত)

সতিনী ও তোর জারি জুরি,
 জারি জুরি, চলবেনালো জার ।
 সাধ ক'রে কি গাল দি তোরে,
 ও তোর হিঁহুয়ানী ককিকার ॥
 খোঁপা বেধে পেটে পেড়ে,
 চোপা করে নথ নেড়ে, (এসেছিল)
 ও তোর কোশা-কুসি, নামাবলী হবে বলিদান,
 এখন এডুকেশন ইম্যান্সিপেশন তুলেছে নিশান ॥
 ওলো এদিক যে কাছাকাছি হ'য়েছে তোমার ।
 উইদাউট বি এ ক'রবো না বিয়ে,
 নেবোনা কেরাণী পতি, চাইলো ডিপুটী পতি,
 নহে ব্যারিষ্টার পতি, নিদেন পতি এডিটার ।
 মেল ফিমেল মিলে যাব হোটেল,
 মারবো গোপ্তা খাবো কোপ্তা, কেবা কি বলে,
 (এখন) চ'ড়বো গাড়ী, মারবো পাড়ি,
 হাজির হবো বেলভেডিয়ার ॥



বড়দিনের পঞ্চরং ছবি

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম-দৃশ্য।

ডেপুটীর বৈঠকখানা।

(নদের চাঁদ ও নদের চাঁদের ঠাকুরমা)

নদের চাঁদ। মনিমোহন দাদা না কৃষ্ণনগর থেকে এসেছেন। ও বই
নান্দিমুখ কণ্ঠে বল। ও কত সস্ত্রান করেই হবে।
ঠাকুরমা। সে কিরে, তা কি হয়! ও তো হবিষ্য করেনি।
নদে। উপোস ক'রে অত মাথা বকান আমি! আমার
আমার চা খেতেই সময় কুলোয় না, আদালতে
না। তিনবার চা না খেলে আমার হেল্‌থ ভাল
ঠাকু-মা। দাদা! তুই থাকতে ক ভাল দেখায়।

নদে। ঠাকুরবা, গজ্ঞানেয়ে এলেই হবে, আর কাতির ছিটে ফেঁটা গন্ধ আছে। মেয়েটাকে লেখা পড়া শেখালেম, বড় করে রাখলেম, তবু টাকা খরচ।

ঠাকু-মা। তা কি করবে দাদা, কায়তের মেয়ে, হাকিমের মেয়ে, নাম ডাক্ত আছে।

নদে। কত খরচ করবো বলো, আর যে পারিনি, আমার যে এখন হাকিমি মনে পড়ছে। আহা! লেখা পড়া শেখালেম বড় করে রাখলেম তবু খরচ।

ঠাকু-মা। তা খরচ করবে বৈকি, খরচ লক্ষী। কায়ত জাত খরচ বৈ আর কিছুই জানে না, তা খরচ করবে না?

নদে। আর রেখে দাও তোমার কায়ত, এবার হাড়ি হব, এবার হাড়ি হব, যত দোষ কায়তের হ'লে।

ঠাকু-মা। তা দাদা তুমি যা ভাল বিবেচনা কর, তাই কর। আমি বুড়ো হ'য়েছি। আমি কি সব জানি দাদা, আমি তোমাদের সুখী দেখলেই সুখী। তোমাদের রেখে যেতে পারলেই বাঁচি।

নদে। দেখ দেখি কত খরচ হ'য়ে গেল। এরি মধ্যে পাঁচ ছ হাজার টাকা খরচ হ'য়ে গেল। আবার বিনোর জন্তে একটা পিওনো, কিন্তে হবে, তাতেও প্রায় হাজার বারশ টাকা খরচ, এই দেখনা হাড়ি কলসী কিন্তেই পঞ্চাশ বাট টাকা বেরিয়ে গেল।

ঠাকু-মা। কতটা চাঁদ? বা বলচ দাদা তা সত্যি, আমাদের যখন গিয়ে চায়েছিল তখন এত টাকা কটি খরচ ছিল না, এত গভীর নাম শুনিনি। বাগার বাগানে ও শুনিনি যে বাগান ম'ল্লিক দয়।

নদে । তাই কি ছাই ছেলের মত ছেলে পেলুম । একটা এণ্ট্রেন্স পাশ ছেলে তার আবার এত গুমোর । মেয়েটাকে বড় ক'রে রাখলেম তবু খরচ ।

ঠাকু-মা । কি ক'রবে দাদা, একটি মেয়ে, তোমার শ্রীবৃদ্ধি হ'ক, তোমার গতর ভাল থাক, কত পরস্যা উপায় করবে ।

নদে । আর শ্রীবৃদ্ধি হবে ? আর গতর ভাল থাকবে । বত টাকা খরচ হচ্ছে, আমার শ্রীবৃদ্ধি না হ'য়ে ভাবনা বৃদ্ধি হচ্ছে আর দেহ ভেঙ্গে যাচ্ছে, এ ছায়েব বিয়ে দিয়ে পা বাড়াতে পারলে আমার শরীর সুস্থ হয় । মলে বাঁচি ।

ঠাকু-মা । ছি দাদা ও কথা কি বলতে আছে ?

নদে । ঠাকুর মা আমার গা জলে যাচ্ছে । আমি বাজারে যাই, তুমি যাও যা যা কত্তে হয় করগে । বড় ক'রে রাখলেম লেখা পড়া শেখালেন তবু পরস্যা খরচ ।

[নদের চাঁদের প্রস্থান ।

(বঙ্কম বিনোদিনী ও বসন্তলতার প্রবেশ)

বসন্ত । ঠাকুর-ঝি । অমন করোনা একটু শাস্ত হও ।

ঝি । কি বললে ভাই শাস্ত হবে ! আমার প্রাণ যে অশান্ত হচ্ছে, ভেবে ভেবে যে প্রাণান্ত হল । এখনও আমার প্রাণকান্ত পাওয়া গেল না । আর যে আমার প্রাণে কোন শাস্তি মান্চে না, ক'নে দেখে গেল বাড়ীতে বসিয়ে সাজিয়ে গুজিয়ে ? উঃ ! বো আমার চেয়ে অভাগিনী কে আছে ?

বসন্ত । তা ভাই বিয়ে ত এই রকমই হয় । ভাতার পেলে ঘিলে জ্বলে এ এরপর সবই হবে, তার জন্ত এত অশান্ত কেন ? আর উঃ আঃ ই বা কেন ।

ব-বি । দেখ বউ তা কখন হ'তে পারে না । আমার সকল আশা ভস্ম হ'লো । আহা ! জগৎসিংহের মত মন্দিরে দেখা হোলো না, অথবা কুন্দের মত আমার বিধবা দশা দেখে, জীবিতেশ্বর প্রাণনাথ নগেন্দ্রনাথ পূর্ব পত্নী মৃত্যুমুখীকে পরিত্যাগ করে, আমায় হৃদয়ে ধারণ করবে, আহা ! তার কিছুই হলো না রোঁষেনার মত মরা হ'লো না, আমার প্রণয়ের টাজিডি, কি কমিডি, কি অপেরা, কি ফান্স, কি প্যাটোমাইম, কি বারলেস্ক কিছুই হ'লো না ! বৌরে ! বল দেখি আমার কি কিছু প্রণয় হ'ল ? প্রণয়ে যুদ্ধ হলো না, বিদ্রোহ হলো না, বিচ্ছেদ হলো না, বিরহ হলো না, যাতনা হলো না, আমার হিষ্টিরিয়া হলো না আমার সহজ বিবাহ হবে ।

এ যৌবন ধন দিব উপহার কাহারে ।

না দেখেছি বারে বউ আঁধার মন্দিরে রে ॥

দেখিব কি মিষ্ট হাসে

গুনিব কি মিষ্ট ভাষে

তবে ত রাখিব তারে হৃদয় মাঝারে রে ।

(বৌ) বল ফি করে প্রণয় হারে সাজাইব অপরে রে ॥

ঠাকু-মা । বউ অ বউ ! বিনো কি বল্লো ?

বসন্ত । কি-না ! ওর এ বিষে ভাল লাগছে না, তাই বল্চে ।

ঠাকু-মা । কেন বিনো, বিষে ভাল লাগছে না কেন ? বর কত পড়েছে, একটা পাশ করেছে, আমাদের সময় যদি গুনতুম বর মুহুরি গিরি কাজ করে, তা হ'লে যে কত আনন্দ হতো বলতে পারি না ।

বসন্ত । ঝি-মা, আজ কাল আর সে রকম নাই । তোমরা যে
কেলে মাহুঘ, বোঝ সোঝ না, আজ কাল সম্ভ্যতা বেঁধে
হয়েছে ।

ব-বি ।

প্রণয়েরি তরে যতন করিয়ে

পড়িলু এতেক নভেল ।

বিবাহ সাগরে ঝাঁপ দিলু শেষে গরল সকলি

গরল ভেল ॥

ঝি-মা এই কি মোর করমে লিখি ;—

উলট পালটা আঁখিটা চাহিলু

নভেলি নাগরে কতই খুঁজিলু

লিখি লিখি মম নখর খোঁজালু

শেষে বরজ পড়িয়া গেল ॥

(ঝি মা)

প্রেম করব অব সুপুরুষ জানি ।

সকলি কঠে নাহি কোকিল বাণী ॥

(ঝি-মা) প্রণয় কি অমনি হয় ? যে প্রণয়ে উন্মত্ততা নাই, যে
প্রণয়ে আপনাকে ভুলে যাওয়া নাই, যে প্রণয়ে ঈর্ষা নাই,
দ্বेष নাই, হিংসা নাই, আত্মত্যাগ নাই, অসি ধরা নাই,
জাহাজ চড়া নাই, সে প্রণয় প্রকৃত প্রণয় নয়, প্রণয় স্বর্গের
সুখ চাই ।

মিটাব মনের কুধা, পিঙ্গিব প্রণয় সুখা.

বিভোর হইয়া রব ছটিতে সদাই ।

যাইব জগৎ ভুলে, দেখাইব প্রাণ খুলে,

দেখিব স্বর্গের সুখ পাই কি না পাই

ঝি-মা ! তোমার অনেক বরেন্স হয়েছে তুমি চিতোর দেখেছ
মথুরা দেখেছ ? কলিকাতা দেখেছ ? বিদ্যাপুর দেখেছ ?
বহরমপুর দেখেছ ? বাগবাজার দেখেছ ? উল্টোডিকি
দেখেছ ? ঝি মা বল দেখি, এই কি আমার বিবাহ হলো,
বল দেখি ঝি মা, আমার পতি পশুপতি ? না হেমচন্দ্র ?

ঠাকু-মা। চন্দর ফন্দর নয়, ঐ সিংহিদের বাড়ী সম্বন্ধ হয়েছিল
বটে, তা সে যে ভেঙ্গে গেল, তারা তোর মত লেখা পড়া
ওয়াল বড় মেয়ে চায় না, তাই তারা দশ হাজার টাকা
চেয়েছিল, সম্বন্ধ ভেঙ্গে গেল।

ব-বি। ঝি মা, তুমি আমার কথা বুঝতে পাচ্ছ না। আমি ও
পাড়ার সিংহিদের কথা বলছি না। জগৎসিংহ ! প্রণয়ী
জগৎ সিং ! উঃ জগৎ সিং !

ঠাকু-মা। তা সিংহিদের বাড়ী নাই বা হলো, দত্তবাড়ীর রামদাস তো
বেশ ছেলে।

ব-বি। রামদাস ?

ঠাকু-মা। হ্যা হ্যা রামদাস।

ব-বি। কি পতির নাম রামদাস ! ওঃ কি পরিতাপ ! ঝি মা আমার
একটু আলগোছে ধর, মুখে একটু জল দাও, বৌ একটু
বাতাস কর, একজন সাহিত্য সেবকে ডাক, সে একটু
কবিতা পাঠ করুক। সঙ্গীতে আমার প্রাণকে বিভোব
করুক, আমি অনেক নাটক পড়েছি, অনেক নভেল পড়েছি,
অনেক নামের কাটলগ পড়েছি, কিন্তু পতির নাম রামদাস
কখন শুনিনি। ঝি মা রামদাসের সঙ্গে শামী, রামী,
গৌরভী, গৌরবীর, বে দাওগে। বন্ধিম বিনোদিনীর বিবাহ

রামদাসের সঙ্গে, বল দেখি কি মা,—বল দেখি ! রামদাস বন্ধিম বিনোদিনী বলে যদি কেউ বই লেখে, সে বই ফোটে না কাটে ? আর একটা কথা কি মা তোমার আমি বিশেষ অনুরোধ করছি, তুমি একবার রামদাস মানে অভিধান খুলে দেখ ।

বসন্ত । তা ঠাকুর কি ! নাম যা হক ভাই ইংরিজী পড়েছে, একটা পাশ করেছে, নামটা না মনে ধরে, বে হলে নামটি বদলে দিস ভাই ।

ব-বি । আর আমার বাড়ী থাকা উচিত নয় । কাল সকালে চলে যাব । সকালে উঠে দেখবে যে বন্ধিম বিনোদিনী আর গৃহে নাই । গৃহত্যাগিনী হয়ে, গিরি গুহার, প্রান্তরে পাথারে, পর্বতে, মরুভূমিতে, উপত্যকায় শ্মশানে, হাটে, মাঠে, ঘাটে, হোটেল, রেলে, মসজিদে, মঠে, থিয়েটারে, লেকচারে, দরবারে, কারাগারে, কোথা প্রাণনাথ, কোথা প্রাণনাথ বলে ব্যাকুল হয়ে বেড়াব, প্রাণনাথ কি পাব না ।
উঃ আহা ! ও রামদাসের সঙ্গে বিবাহ দিক আমার !
কি মা:—

তাজিয়া ভবন গহনে যাইব ।

সঙ্গিনী সঙ্গীতে সঙ্গীত গাইব ॥

এলান বিউনী ধূলার লোটাব ।

কুমারী হৃদয়ে এইত আশ ॥

ঠাকু-মা । সে কি লো ! কোথা যাবি ? রাত পোয়ালে তোর বিয়ে, কেমন বর দেখিস্ দেখিস্, তখন আবার আমাদের ভুলে যাবি ।

ব-বি । কি মা এইত সময় ।

ভুলে যাও ভুলে যাও অধিনীকে হুধিনীরে ।

বঙ্গের লেখকগণ যদি দেখে থাক মোরে ॥

লিখিতে হকেনা আর আমার কাহিনী ।

উঃ বলিতে হৃদয় ফাটে রামদাস স্বামী ॥

ওঃ মেঘনাদও নয়, বীরবাহুও নয় ! অভিমত্যাও নয় । কি মা তুমি প্রণয়ের কিছুই বোঝ না, তুমি এবিষয়ে কোন কথা ক'ওনা । তোমার সেকেলের মরা প্রণয় একালে চলে না, এখন প্রণয় সজীব, প্রণয়ের অনেক ইম্প্রভমেন্ট হয়েছে ।

ঠাকু-মা । প্রণয়ের আবার পূর্ব পশ্চিম কিলো ।

ব-বি । পূর্ব পশ্চিম নয়, ইম্প্রভমেন্ট হয়েছে ।

বসন্ত । ঠাকুর কি ! আমারও তাই নামটি ভাল লাগছে না । কিন্তু ঘটকীর মুখে শুনেছি, বর লেখাপড়া জানে, সেকলে ধরণের মাগ চায়না, তোমার মত মাগ চায় ।

ব-বি । আমার মত ! আমার মত ওয়াইফ্ (Wife) কিসে হবে, তুমি একবার আমার দিকে তাকিয়ে দেখ দেখি, আমার বুক হাত দিয়ে দেখ দেখি, আমার বক্ষস্থলে কি উচ্চ ভাব উথিত হয়েছে । রামদাস আমার সঙ্গে সমান হবে ? স্বপ্ন ! স্বপ্ন ! স্বপ্ন ! আমি কারুর কথা শুনবো না, বাবাকে আমি বলবো, আমি এখন কুসুমের কাছে যাই, তার সঙ্গে একটা পরামর্শ করিগে ।

বসন্ত । ঠাকুর কি ! অত উতলা হওনা ।

ব-বি। বউ বল কি? উতলা হবনা! প্রাণের জ্বালায় বিহ্বল
হয়ে বেড়াচ্ছি। কুসুম জিবন্যাসিয়মে গেছে সেইখানে রাই।

[বক্সিম বিনোদিনীর প্রস্থান]

ঠাকুরমা। তখনি ত বলেছিলুম মেয়ে ছেলেকে লেখা পড়া
শেখান কিছুই নয়। নদেরচাঁদ তা শুন্লে না। কেবল
বলতো ঠাকুরমা লেখা পড়া শিখিয়ে বড় করে রাখলে বের
সময় টাকা লাগবে না। তা এখন কি আর সে কাল
আছে; এখন ওজন করে টাকা নেয়, মেয়ের বাপকে পণের
ভিথিরি করে। এখন দেখছি নদের একুলও গেল, ওকুলও
গেল। চল বউ, বের উদ্যোগ করিগে।

[উভয়ের প্রস্থান]

দ্বিতীয়-দৃশ্য

[জিম্ন্যাষ্টিক গ্রাউণ্ড ।

জিম্ন্যাষ্টিক বেশে প্যাজকলি, স্মার্টালতা, দাদখানি,
পমেটম, কুসুম, বিগ্নোলিয়া ও বি)

আমরা ছিলাম ডোম জানানো ;
বুনতুম চুব্‌ড়ী, খেতুম মুড়ি,
এখন ক্যারি নইলে ভাত উঠেনা।

পাত্তা খেতুম থাবা থাবা,
 এখন মোরা মিসিবাবা,
 নেটিব বলে চঠে উঠে করি ক'র কারখানা ।
 কেউ ডিপ্লোমা-হোল্ডার,
 কেউ পিনো টিচার,
 টাউন হলে স্বত্ব তা দি, মাঠে করি আনাগোনা ॥
 ছিলেম পটলমণি, খুছমণি,
 (এখন) সৌদামিনী, সরোজিনী,
 ছলিয়ে বেণী, পশম বুনি, ভাতার মানে জানি না ।
 ফ্যান্সি ফ্যান্সি পোষাক পরে,
 রাস্তায় রাস্তায় বেড়াই বুঝে,
 ছেলে বুড়ো পেলে ধ'রে করি কত উপাসনা ।
 এ প্রেমে হাড়ী মুচী মুর্দফরাদ, ডোন ডোক্লার
 নাইকো মানা ।

স্ব-লভ্য । তাঁতিভয়ি ! ডিগবাজী ঋও, হেল্‌থ (Health) ভাল
 থাকবে ; তা না হলে কি করে (LaLor) লেবার কর্কে ।
 কি । ডিগবাজী ঋবো কি গো ভয়ীবাবু ? আমি যে মেয়ে মানুষ !
 তোমরা খুনে নাকি ?
 স্ব-লভ্য । কাপড় মালকোচা করে পর । ট্রাউজার পরে বেন্ট
 দিয়ে কোমর বাধ ।
 কি । কেন, কোমর বাধবো কেন ? মারামারি করবে নাকি গো ?
 স্ব-লভ্য । ডিগবাজী খেতে হবে, বারে উঠতে হবে, ট্রাপেজে
 চড়তে হবে, ডঙ্কল ভাঁজতে হবে । আরও (Ground
 play) গ্রাউণ্ড প্লেও করতে হবে ।

ঝি । আমি আগে হাটখোলার আড়তে চাকরি করতুম,তৈক সেখানে তো কোমড়ে কাপড় বেঁধে ডিগবাজী খাইনি । আদালতে মোক্তার বাবুতো কখন কোমরে কাপড় বাঁধতে বলেনি । আর ডিগবাজী খেতে বল কি ? ও মা, ডিগবাজী খাবো কি গো ?

সু-লতা । আচ্ছা, ডিগবাজী না খাস্, বারে ওঠ ।

ঝি । আমি উঠতে পারিনি ।

পমে । ট্রাপেঞ্জে চড়, আমি কোমর ধরে তুলে দিচ্ছি ।

ঝি । আমার কোমর ধর আর হাতই ধর আমি চড়তে পারোঁনা একি গো ! কলকোতায় একি গো !

সু-লতা । আচ্ছা, তুই আজ ডবল ভাঁজ । উৎসাহ করে কুস্তি কর । আমরা কত শিখিছি ।

ঝি । বাছা তোমাদের বাড়ী ভাঁজা ভুঁজি আনা হ'তে হবে না । আমাকে আমার বোনপোর বাসায় রেখে এসো, আমি বাড়ী গিয়ে বাঁচি, যেখানে ডিগবাজী নেই সেইখানে চাকরী করবো । বাবা গো ! মা গো ! আমি খুনেদের হাতে এসে পড়েছি গো !

পমে । তার জন্তে চিন্তা কি, আমরা আছি কোঁনু ভয় নাই ।

ঝি । তোমরা মুখে বেশ বলছ ভয় নাই,আর কাজে বেশ ডিগবাজী খেতে বলছ ! মেয়ে মানুষ ডিগবাজী খাবে কি গো ? তোমরা কি বাঙ্গালীদের মেয়ে নও ? আমার আহরি হিন্দু বাড়ী বলে চাকরী দিয়ে গেল । বলে গেল বেশ লোক, বাবা ডিগবাজী খাবো কি গো !

পথে । আমরা লেখা পড়া শিখেছি, (Civilised) সিভ-লাইজড্ হয়েছি ।

সু লতা । (Dear) ডিয়ার কি ! তুমি পৃথিবীর খবর জাননা তাই ভয় কচ্ছ । ইউরোপ পানে চেয়ে দেখ, আমেরিকা পানে চেয়ে দেখ, মার্কিন পানে চেয়ে দেখ, সেখানকার স্ত্রীলোকের পানে চেয়ে দেখ তারা কি কচ্ছে । যে সুসভ্য দেশে স্ত্রীলোকের প্রাধিকার, সেই সুসভ্য সমাজে পুরুষেরাও নিরীহ । আমরা বাঙ্গালীর মেয়ে অভয়, পেয়েছি । (Gymnastic) জিমনাস্টিক বিদ্যা শিক্ষা করেছি । কতকগুলি অপদার্থ পুরুষ আমাদের (Hate) হেট করে, আমাদের (Improvement) ইম্প্রুভ্‌মেন্টে তাহাদের চক্ষে জল আসে ; আমাদের সেই পূর্ব প্রচলিত ঘোমটা খোলা দেখে আমাদের প্রাণের কথা পুরুষের কাছে প্রাণ খুলে বলতে দেখলে তাদের গায়ে বিষ ঢেলে দেয় ।

কি । আমার ছেড়ে দাও স্বাভা দেখিয়ে দাও । আমি কোমর বেঁধে চলে যাই ।

দা-খানি । ভয়ি ! ভয়ি ! তাঁতিনি ! তুমি কোমর বাঁধবে ? ওঃ । তুমি রণাঙ্গনা বেশে, বীরঙ্গনা বেশে কোটি বন্ধন করে, স্বাধীন ভারে বস্ত্র তা দাও,—ভারত দেখুক, হুসুল বাঙ্গালী দেখুক, তাঁতি ভয়ী কত উন্নতি করেছে ; কেমন বস্ত্র তা দিচ্ছে, কেমন ডিগবাজী খাচ্ছে ; কত (Practice) প্রাক-টিস্ কচ্ছে ।

কি । ভয়ি বাবু ! তোমাদের জন্যে কি পরানটা দেবো । আধ-রিকে দেখতে পেলো হয়, তার মাথায় বিষ ঝাঁটা মারবো ।

আমায় খুনের দলে চাকরী দিয়ে গেছে । আত্মরী বেটী এক-
বার এখানে আসে, তার জিব্ ছিঁয়ে ফেলি ।

স্ব-লতা । সমস্বরে তাঁতি ভগ্নিদাসীকে উৎসাহ দাও । দাসী
ভগ্নীর উৎসাহ আছে, দাসী ভগ্নীর অধ্যবসায় আছে, দাসী
ভগ্নীর বক্তৃতার জোর আছে । দাসী ভগ্নি । তাঁতি ভগ্নি !
তুমি পটলপিসি অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ।

ঝি । হ্যাঁগা তোমাদের ভাতারদের কি সরম নেই ? এই মাঠের
মধ্যে তোমাদের ছেড়ে দিয়েছে ! তারা কোথাকার হিঁদু ।

পমে । ভগ্নি তাঁতি ঝি ! তুমি ভাতারের কথা মুখে এনোন ।
আমরা ভাতার জানিনা ।

ঝি । আমায় ছেড়ে দেও, আমি হাটখোলার আড়তে চাকরী
করিগে ।

স্ব-লতা । ভগ্নি তাঁতি ঝি ! আনরা স্বস্বরে সঙ্গীত করি, তুমি
স্থির হয়ে শ্রবণ কর ।

ঝি । বাবা একি গো ! হিঁদুর মেয়ে ভাতার জানে না, বারমত
করেনা একি গো ! কেবল জুতো ব'নে, আর মাথায় কাপ-
ড়ের পাড় ছেঁড়া বাঁধে ? একি গো !

দ্বীত ।

সঁ জ সঁ জুতি পুন্নি পুহুর পুজবোনাকো আর ।

ঘরে বসে বাবা মাকে শেখাব প্রেয়ার ।

দিদি করেছেন মানা, পুতুল পুজো করতে পাবে না,
থাকবোনা আর অঙ্ককারে, মাকে বলব মাইডিয়ার ।

সুইট সুইট সুইট সুরে, গাইব সুইট ছং,
 প্রাক্টিস করে একসাইজ্ হইনাকো বেদম ;
 ওলো ষোলতে পা দিলে পরে কেলবো কত চার ।
 ঝুলিয়ে দিয়ে এলোবেণী,
 তুলে আন্বো ফটোখানি,
 কত লভার হবে আমদানী,
 বিয়ের আগে বেচে গুচে নেবোলা ভাতার ;
 টেমটি হলে প্রেমটি দিবো, হাট বঙ্গাব ভালবাসার ।

(এলোথেলো কেশ বক্সিম বিনোদিনীর প্রবেশ)

ব-নি । কুমুম ! কুমুম ! (My dear Ku ! Ku ! Ku !) মাই
 ডিয়ার কু ! কু ! কু ! (Help me, Help me !) হেল্প মি,
 হেল্প মি ! আমায় বঝি পরাবীনা হতে হলো ! আমার
 (Marriage) ম্যারেজ উপস্থিত, ওহো ! যার সঙ্গে বিবাহ
 হবে তাকে বিবাহ করে যে একটা (Heroine) হিরোয়িন্
 হবো, তার কোন আশাই নাই ! (My dear darling
 sweet sisters) মাই ডিয়ার ডার্লিং সুইট সিস্টার্স, তোমরা
 সকলেই বর্তমান, সেই জন্য তোমাদের সকলকেই বিজ্ঞাপন
 করছি যে আমার (Father) ফাদার একজন হাকিম হয়ে —
 একজন (Educated Deputy) এডুকেটড্ ডিপুটি হয়ে ও
 তিনি আমার অবস্থা বুঝতে পাচ্ছেন না । তোমরা সমস্তরে
 আমাকে সাহস দাও, তোমরা প্রাণপণে আমাকে (Help)
 হেল্প কর, তা যদি না কর, আমাকে (Suicide) সুইসাইড
 কর্তে হবে । যার সঙ্গে আমার (Marriage) ম্যারেজ

(Settle) সেটেল হয়েছে - সে মোটে (Entrance) এন্ট্রেন্স পাশ ! তোমরা বল দেখি, একবার আমার দিকে চেয়ে বল দেখি সেই (Entrance) এন্ট্রেন্স ওয়ালার সঙ্গে কি আমার প্রণয় ও বিরহ হতে পারে, না হবার কি কোন সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছ ? আমাকে একটু জল দাও, আমার পিপাসা পেয়েছে ।

কুহুম । বিনো, আমি তোমাকে দাঁড়িয়ে সজোরে জোরের সহিত বলছি, তুমি এ (Marriage এ concert) ম্যারেজে কনসেট দিওনা ।

ব-বি । আমি তোমাদের সাক্ষাতে বলছি, প্রয়োজন হয় পিতার সাক্ষাতে বলবো, এমন কি (Town) টাউন হলে (Monster meeting) করে বলবো । (Entrance pass) এন্ট্রেন্স পাশ ওয়ালাকে বিবাহ করো বললে আমার Direct ডাইরেক্ট অপমান হবে ! দাদখানি ! দাদখানি ! প্যাককলী তোমরা কোথায়,—আমি শূন্য দেখছি ।

প্যাকক । বিনো ! বিনো ! তুমি রাখবে ! তুমি বাটনা বাটবে, তুমি পুতুল পূজা করবে, তা কখন হতে পারেনা ।

ব-বি । পমেটম ! আমার পাবার জন্যে কেউ যুদ্ধ করেনা,—কেউ আত্মহত্যা করেনা—কেউ সেসলে গেলনা—কেউ ইন্সলভেন্ট নিলেনা—কেউ সন্ন্যাসী হলনা—কেউ পাগল হলনা ! সোজাসোজি বিবাহ ! বিপদ শূন্য বিবাহ ! এ বিবাহ বিবাহই নয়,—আমার প্রাণে বিন্দুমাত্র তৃপ্তি হচ্ছে না, হবেও না । হা ডেস্ ডিমনা ! হা মিরান্ডা ! হা ক্রিউপেটরা ! হা ভদ্রা ! হা সুভদ্রা ! হা কল্লিনী ! হা দময়ন্তি ! হা লক্ষণা !

তোমরাই ধন্যা, তোমরাই পুণ্যা, তোমরা নিজ নিজ (Husband Select) হজ্জ্বাও সিলেক্ট করে নিতে পেরেছিলে। তোমাদের সম্বন্ধে কত যুঁহ, কত বিজোহ, কত রক্তপাত, উৎপাত, বজ্রাঘাত, নিপাত, অভিসম্পাত, উকাপাত, ঝঞ্জাবাত, ব্যাঘাত হয়েছিল তা বলতে গেলে আমার (Hysteria) হিষ্টরিয়া হবার সম্ভব। কিন্তু এ অভাগিনীর বিবাহে কিছুই হল না। একটা এজিটেশনও Agitationও হচ্ছে না। আমার ধিক্! শতধিক্!! সহস্র ধিক্!!! দাদ-খা। রক্তপাত হবে না! এজিটেশন হবে না! তোমার বিবাহ হবে? ওঃ কি পরিতাপ! কি গুঃখ! কি বিপদ! কি বিপদ!

ব-বি। প্যাজকলো, এ বিপদ থেকে যাতে পরিত্রাণ পাই, তার একটা যা হয় কর। উঃ। আমার এ বিবাহে তরঙ্গ উঠলো না, ছুঁড়িক হল না, রাগট হলনা, এমন কি একটা দাঙ্গাও হল না। আমার বিবাহ হবে? মনকে কিসে প্রবোধ দেবো! পমেটম! হয় আমার জগৎসিংহ দাও, নয় চন্দ্রশেখরকে দাও, নয় প্রতাপকে দাও; আর যদি জীবিত Hero হিরো দাও, তবে হেমচন্দ্রকে দাও, নয় রবীন্দ্রনাথকে দাও, নয় নরীন্দ্রচন্দ্রকে দাও, নয় অক্ষয়চন্দ্রকে দাও, নয় চন্দ্রনাথকে দাও। কিন্তু ওঃ, আর একজন আছে, মনে পড়েছে, ইন্দ্রনাথ!!!

ঝি। (স্বগত) ছুঁড়ীর প্রণয়ের জোর যে বেজায়। কতজনকে বিয়ে করবে? ব'সে ব'সে রগড় দেখি। এদের কত দূর দৌড় তা আমার দেখতে হবে। সাপে থেকো রোগী

মত গাঁজলা ভাংতে আরম্ভ হল, তবু ভাতার পচন্দ হচ্ছে না ।

ব বি । হেমচন্দ্র ! ওহো খিদিরপুরের হেমচন্দ্র !

“আবার গগনে কেন স্মৃধাংগু উন্নয় রে”

কই আর তো তোমার প্রাণমাতান-মনওড়ান কবি ।
নাই, এখন তোমার কবিতাই বল, আর প্রেমই বল, আর
যাই বল, সব High Court হাইকোর্টের Reader's
Library প্রিন্সিপাল লাইব্রেরিতে Present প্রেসেন্ট
করেছে ।

কি । বেটিরা ধিন্ ধিন্ নাচ্ছে, আর ভাতার ভাতার কচ্ছে ।

ব বি । তার পর নবীনচন্দ্র, আমাদের চট্টগ্রামের নবীনচন্দ্র, হা
সিরাজ মহিষী ! হা রজমতি ! কিন্তু এখন নবীন—আর স
নবীন নাই, প্রবীন হয়েছেন ।

কি । (স্বগত) বেটিরা বড় হালু চালু আরম্ভ করেছে, আহা তা
করবারই কথা । এত বড় হলো, এখনও ভাতার হলো না
গা । দেশে হলে বেটিদের মাথা মুড়িয়ে দিতো ।

ব-বি । তার পর ইন্দ্রনাথ ! ওগো ইন্দ্রনাথ ! উঃ ইন্দ্রনাথ ! হে
ইন্দ্রনাথ ! তুমি সুরসিক বটে, যদিচ তোমায় চক্ষে দেখিনি,
কিন্তু না দেখলে কি প্রণয় হয় না ? বাইরণ Byron যখন
 তাঁর New stead নামক গ্রন্থে লিখেছেন কে-না দেখে
 ভাল বাসা জন্মায়,—তখন অবশ্য জন্মায় । বাইরণকে না
 দেখে একজন ঠাহার জন্য পাগলিনী হয়েছিলেন, বলে-
 ছিলেন যে—

“I never saw th e, never heard thy voice,—Yet”

ওহো ইন্দ্রনাথ ! তুমি ধন্ত, কিন্তু কি করবো তুমি বঙ্গদাসী !

টিকি ! নইলে চল'ত ।

ঝি । এত মশাই মশাই লোকের নাম কল্লে, তবু এদের একজন-
কেও পছন্দ হলো না, তবে কাকে পছন্দ হয় বল, আমা-
দের হাটখোলার আড়তে, ভাল ভুড়িওয়ালা গদিয়ান আছে
ডেকে আনবো ।

ব-বি । ঝি ! জীবিত না মৃত ?

ঝি । জীবনেও না, মদমাও না, তাদের নাম ধনগোবিন্দ, প্রাণ-
গোবিন্দ ।

ব-বি । ঝি ! তুমি আবার মনের আবগ বুঝতে পাচ্ছ না,
তোমায় আর অধিক কি বলব ? কুসুম তোমরা আমার
চারিদিকে দাঁড়াও ; বোধ হয় আমার ফিট হলো । ফিট
হলে ধরো, পড়তে দিওনা, এক গ্লাস জল দাও, বড়
পিপাসা ।

কুসুম । বেগারা ! বেহারা ! বেহারা ! Boy, Boy, Boy, বয়,
বয়, বয়, বরফ পানি, বরফ পানি ।

(বেহারা বরফ পানি লইয়া প্রবেশ)

ব-বি । (জল পান করিয়া) যদি তোমরা আমার জীবিত পতি দাও
—তবে যিনি সেগুপিয়ারের মত নাটক লিখতে পারেন,
যিনি স্কটের মত ব্লেজ লিখিতে পারেন, যিনি বাইবলের
মত কাব্য লিখিতে পারেন, যিনি গ্লাডষ্টোনের মত বক্তৃতা
করিতে পারেন, যিনি নে.পালিয়নের মত বীর হতে পারেন,

—এদিকে যিনি লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের মেম্বর, ন্যাশ-
ন্যাল কংগ্রেসের নেতা, পার্লামেন্টের সভ্য, রপচাইন্ডের
মত ধনী, রেলীর মত মার্চেন্ট, বিদ্যাপতি ভারতচন্দ্রের
মত রসিক, মদনের মত সুপুরুষ হবেন তাঁহাকে একদিন
পতিস্ত্রের বরণ করিলেও করিতে পারি। তাকে একদিন
হিরো বল্লেও বলতে পারি। উঃ কুসুম, আমার ভাগ্যে
রামদাস ! রামদাস ! রামদাস ! রা রা—রা, ম—ম—ম
(মূচ্ছা)

ঝি। ও গো, দিদিমণি মলো নাকি ? আহা একটু গজাগল দিলে
হতো। আমার তোমরা ছেড়ে দাও, আমি মাঠে মরতে
পারবো না। আমার হাটখোলায় ক্রাণ পড়ে রয়েছে
পালাই বাবা !!!

[কির প্রস্থান ।

তৃতীয় দৃশ্য ।

রাস্তা ।

(গোয়ালিনীর গীত)

আমার দুধে নাইক জল ।

থেকে আমার খাটি দুধ গায়ে বাড়ে দ্বিগুণ বল ॥

দত্ত বাড়ীর কর্তা যিনি,

বলে ওলো ও গয়লানি,

তোরে আমি ভাল চিনি,

না দিলে তোর দুধে চিনি, খেতে চ'খে ঝরে জল

ধেরো খেঁদের আমার হাত,
 আনাচ কানাচ বেড়া কত,
 গুমোর আমার বাড়ে তত, জানি আমি নানা ছল ॥
 আমার হুখের এমনি গুণ,
 বলকা খেলে ছোটো আশুণ,
 যুবায় খেলে হয় সবল, বুড়োর হবে অন্তঃজল ।
 আমার হুখের এমনি মালাই,
 (খেলে) থাকে নাকো' কোন বালাই,
 ছানা ননী যদি তোলাই, দিতে পারি রসাতল ॥
 ক্ষীর দই সর রাবড়ী,
 নে যাই আমি বাড়ী বাড়ী,
 দাগ করা ঘি নয়ক' আমার যেন খাঁটি গজাজল ।
 বেচি নাক' এমন দুধ যে দুখেতে কৈলে কল ॥

(একজন তোতলা খোঁড়ার প্রবেশ ।)

তোতলা । তোর দুখে অত জল কেন ?

সখী । আ মর মুখপোড়া পেঁচো চোয়ালে, ঘমের নিমপাতা, রাস্ত
 অবধি তেড়ে এগেছিস ;—কবে যাবে ?

তোতলা । তোদের বাড়ীতে ?

সখী । ঘম বাবুর বাড়ীতে—যে তোমার বাপের জামাই হয় ।

তোতলা । আমি যে তোর বাপের জামাই, তুই আমার বাড়ী
 যাবি না ?

সখী । আ মর তেমাঝ পথের কগী, গা ময় খুখুতে ভরিয়ে দিলি ।
 আমি জল দি কি—কি দি, তা তো ব্যাটার কি ? আমার

দুধ দই হোক, ঘোল হোক, টক হোক, মিষ্টি হোক, তোর
এত মাথা ব্যথা কেন ? ব্যাটা আমার দুধ খেয়ে নেয়াল
করে দিয়েছে ।

তোতলা । তোর দুধ গুড়পানা মিষ্ট বলব কি ? তুই যে বড় লম্বা
লম্বা কথা বলছিস ?

সখী । ব্যাটা আমার নবাবের নাতি এলেন, হজুর ধর্ম অবতার
ব'লে কথা কইতে হবে ।

তোতলা । দেখ্ সখি ! তুই আমার প্রাণসখী, তোকে আমি
বুকে রাখি, তোর দুধের সর গায়ে মাখি, তোর মুখের পানে
চেয়ে পাকি, তোকে আমি বড় ভালবাসি ; তোর দুধের
কথা মনে পড়লে ভেউ ভেউ ক'রে কঁদে ফেলি ।

সখী । ব্যাটার ভালবাসা মনে পড়লো দুধের কেড়ে দেখে, তবু
যদি স্পষ্ট ক'রে সকল কথা ফুটতো যাহর মুখে । আহা !
ভালবাসার যে বেজার ঝাঁজ দেখ্চি, আফ্লাদে যে অষ্টবক্র
হয়েছে, ব্যাটার পূজোর সঙ্গে খোঁজ নাই কো, কপাল
জোড়া ফোঁটা । ভালবাসার জরে জর জর হয়ে জারক-
নেবুটা হয়েছে যে, বলি ও ভালবাসার প্রাণনাথ,—জগন্নাথ,
রাধানাথ ! যাচ্ছে কোথা ?

তোতলা । মন তুমি কৃষিকার জ্ঞাননা—

এমন পতিত জমী রইলো পড়ে আবাদ করলে

কলতো সোণা !

বলি সখি ! ক্ষীর দই রাবড়ী তা আমার দিবি নি, একটু
কাঁচা দুধ দে, আমি এঁঠোনেই হাত পেতে এক টোক
খাই ।

সখী । সর ব্যাটা শান্তিপুত্রের সং—কাজ কি ক'রে অত ঢং, ঢের দেখেছে অমন রং ; জানিস্ আমার নাম সখী, সকলে আমায় ভয় করে, দুধ বেচে আমার যৌবনটা গেল, কেউ সাহস ক'রে আমার দুধ মন্দ ক'তে পারে নি, আমার দুধের খন্দের কত ?

তোতলা । দে—প্রাণসখী দে, তোর একটু খাঁটি দুধ দে, আমি এই রাস্তাতে খাই । সখি ! আমি এখনও মুখ ধুইনি, তবু খাব ।

সখী । কাঁচা দুধ তাই একটু রাস্তায় খাবি, বলি ও আমার হরি-বোলা, ভিজে ছোলা, তাঁতীর পোলা তোতলা রতন, কেন আমার কাঁচা দুধে এত যতন । সখীর দুধ কি সহজে মেলে, সে অমনি দেব হাতে চলে ।

তোতলা । সখি ! তোর পায়ে পড়ি, একটু যেমন তেমন দুধ দে, আমি খাই । নইলে প্রাণ যায়, সখী মাইরি বলছি, আমি আফিং খেয়েছি, মৌতাতে প্রাণ যায় । এই দেখ, হাই উঠছে ।

সখী । খা বেটা কাঁচা দুধ খা, হাত পাত ।

গীত ।

সখী । আর আলান্দ্রে ওরে মুখপোড়া হাবাতে ড্যাগ্‌রা,
তোর মুখে থুথু দাঁত উঁচু কাজ কিরে তোর পিরীত করা ;

তোতলা । আমি তোর পিরীতে হয়ে হলে প্রাণে হলেম আধমরা ।

সখী । আর কাজ কি অত ক'রে রং,

তোতলা । আমি তোর পিরীতে সাজ্‌ব সং

মেখে গ্রীণ রং (আলকাত্তরা)

সখী । রেখে দে তোর জ্বাকামি মার্বো মুড়ো খ্যাঙ্রা,
উভয়ে । চল চল চল, চলে চল, করিসনে আর জ্বাকবা ।

[গল্পলানীর গ্রহণ ।

(একদল লোক নোলক, মন্দিরা ও বেহালা কইয়া বাসক-বালিকা,

সমস্তিবাহারে স-সঙ্গীতে প্রবেশ)

গীত ।

ছুঁড়ীর হাতে ছেলা চুড়ি, মন মজাবার একখানি ।
তাগায়, লাগায় ভেল্কি বাজি নোলক দেখে বাঁচিনি ।
কোমরে কাঁকড়া বিহে, নাকে রসকলি আছে,
কেমন কেমন কেমন ক'রে পরেছে কাপড় খানি ।

তোতলা । তোরা আর একবার নাচ গান কর, আমি দেখি ।

বঁধু তোমার বুকের বোতাম হয়ে র'ব ।

চাদর দিয়ে আদর ক'রে বদন ঝাঁপিব ॥

পকেট থেকে রুমাল নিয়ে, অটোডিরোজ মাথাইয়ে,

(বঁধু) সোহাগ ক'রে দাড়ি ধরে মুখ মুছায়ে দেবো ।

গালক ।

তোমার চুরি কর্বো হাসিটি,

ধীরে ধরবো তোমার নোলকটি,

খোঁপায় পরায়ে ফুলটি,

তোমায় চোকের কোণে রাখবো ।

টভর ।

আড়ে আড়ে চাইবে তুমি,

তোমার আমি, আমার তুমি,

আমার প্রাণটি তোমায় দিয়ে,

তোমার প্রাণটী আমি নোবো ॥

[সকলের গ্রহণ ।

চতুর্থ দৃশ্য ।

বিবাহ-সভা ।

(উঠানে সত্তরক পাঁতা, উপরে কাড় লঠান ঝুলান, রোসন চৌকীর
বাগা, বুড়কর্তা ও কতিপয় কস্তা সাজী উপহিত)

বু-কর্তা । ওহে নাতি, ও শালে, এদিকে আয় না ? ছট না'ত-
বোয়ের কথা খিজাসা করি । শালা নুতন মাগ পেয়ে কেবল
বাড়ীর ভিতর বাসে আছে, নোলোক না দেখলে বুঝি প্রাণটা
ঝাকড়দা, মাকড়দা করে ?

কানাই । ঠাকুরদাদা বুঝি নথ দেখে রথ নেখার ফল পান ।

বু-কর্তা । বলি ও সম্বন্ধী মেগের ভাই, তোর ঠানদিদি কি কল-
কেতার হালি মেয়ে, যে কেবল ফেসিয়ান ক'রে বসে থাকে
আর ঠাকুর-দেবতার পূজো ছেড়ে, মুখে ছাই মেখে, চক্ষু
কপালে তুলে, চুল এলা ক'রে, কাপড়ের পা'ড় মাথায় দিয়ে
কেদারায় সং সোজ বসে থাকবে । আর আমরা আশে
পাশে ঘুর ঘুর করে এয়ে প্রিয়ে করে বেড়াব ?

বলাই । ঠাকুর-দা ! তুনি এ কেলের মেয়েদের উপর অত চটা
কেন ?

বু-কর্তা । ব্যাম বল, বাম বল, আমি চটনি ভাই চটনি, তবে যদি
একেলে একটা মাগ পেতুম, তা হলে জন্মটা উদ্ধার হরে
যেতো । ঐ বুঝি বর আসছে, কি একটা গোল শোনা
যাচ্ছে না ?

(কতিপয় লোকের প্রবেশ)

১ম লোক। আস্তে আস্তে হ'ক মশাই। ওরে তামাক দেবে;

উঠানে তামাক দে, দালানে তামাক দে।

২য় লোক। ওরে দালানে কেবল বামুনের ছাঁকো।

ছোকরা। শুড়ুক দাও বাবা শুড়ুক দাও, আসর জুড়িয়ে যাচ্ছে।

বেহার। রহো বাবু! গুল ধরত হ্যান্ন, সব ভিজা গুল লে-আয়া,

হাকিম সাহেব নেরেল দেনে বারণ কিয়া ষা। ২৫ চুরট

মূলকে দিয়াখা, বলা হ্যান্ন—যো বাবু তামাকু মাঙ্গেগা, ওনিকো

আধা আধা কাট্কে কাট্কে দেও। গিন্নি মা আবি পরমা

দিয়া নেরেল মূলকে লে-আয়া। খাড়া রহ বাবু! তব তামাকু

মিলেগা, আপকো তামাকু দিয়া তব বি চিল্লাতে হো, তামাকু

দেও, তামাকু দেও।

(বটল ও বটল বনীর প্রবেশ ।)

হয়েছে নুতন ক্যান্ডান,

চল্লে না আর তামাক পান।

থাক্বে না ভাঁর খুরি পাতা,

উঠে যাবে দে দই কথা,

করতে হবে ব্রাহ্মী পান।

টুং টাং চাম্চে কাঁটা,

ঠং ঠাং এর হবে ষটা,

যাবে সব টিকি কাটা ইঁদ্রয়ানি লবেজান!

(কালাচাঁদের প্রবেশ)

কা-চাঁদ। আগে দেনা পাওনা, ওর নাম কি চুকিয়ে নেওয়া ভাল,

টাকার হান্ধামাটা রাখা কিছু নয়। কি জানি, পরহস্ত ধন,

ওর নাম কি পাছে কেঁসে যায়। টাকা কড়ি চুকে গেলে
 ত ওর নাম কি শুভ কার্য স্মরণে সম্পন্ন হবে (স্বগতঃ)
 (মাছের খোলেটা বগল হইতে বাহির করিয়া) ওর নাম কি,
 তাড়াতাড়ি চলে এলুম, খোলেটা খুলে আনতে জ্বলে গেলুম।
 আঁঠে গন্ধে প্রাণটা গেল, যাক, ওর নাম কি পেটে খেলেই
 পিঠে সয়। যাক তা কি করবো? এখন খোলেটা কোথায়
 রাখি? নগদ টাকাই নেব আর ওর নাম কি এতে যদি না
 ধরে, কাচায় বেঁধে নেব। চাঁলেরদরের মতন ছেলের দর
 খুব বাড়ছে। ওর নাম কি আকালের সময় যদি ধরে রাখতে
 পাত্তুম তো কিছু হতো। বের নামে রামু যে হেমিরে
 পড়লো। আর ঐ পরিবারের যে ছেলে হয়, তাতো আমার
 বোধ হয় না, কাজল, ওর নাম কি এখন নিতান্ত বালিকা।
 ওঃ! হরি হরি কীনবজু! আর কত দিনই বা বাঁচবো।
 (প্রকাশ) আর ওর নাম কি বিয়াই মশাই কোথা? তার
 কাছে যে আমার বিশেষ প্রয়োজন আছে।

১ম-লোক। মশাই সে বিষয় তো? তা সব মজুত আছে। হাকিম
 বাবু উপরে চা খাচ্ছেন, এসেই আপনাকে দেবেন।

কা-চাঁদ। বেয়াই মশাই তো ওর নাম কি খুব মজার লোক, (স্বগতঃ)
 টাকা না পেলে ওর নাম কি রামুকে উঠতে দিচ্ছি না।

(রা.র হাত ধরিয়া উপবেশন)

এত লোক বাড়ীতে এলো, আর তিনি কিনা উপরে চা
 খাচ্ছেন? বলি মশাই। ওর নাম কি আপনি একটু বিবেচনা
 করে বলুন দেখি, তিনি কিনা ওর নাম কি চা, চা, চা, খেতে
 লাগলেন।

১ম লোক । তিনি কড়া হাকিম, তাঁর কথা ছেড়ে দিন, তার মেয়ে
বি, এ, পাশ, তা জানেন । তিনি যে স্বয়ং বে দিতে এসে-
ছেন, সেই যথেষ্ট । হাকিম বাবুর মা যখন ম'রেছিলেন,
তখনই তিনি নিজের আস্তে পারেন নি ; জ্ঞাতিরা মুখে
আগুন দিলে, শ্রদ্ধা করলে । তাঁর কি সময় আছে, সাহেবলোক,
ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, তিনি কি সহজে নীচে আস্তে পারেন ?

কাল। মশাই ! ওর নাম কি আপনারা আমার চেনেন না, আমার
নাম কালাচাঁদ দত্ত । তিনি ওর নাম কি কড়া হউন আর
মিঠে কড়াই হউন, আর চা চিবুন আর গাছ-পালাই চিবুন
আর বাই করুন, তাতে আমার কি ? আমার ছেলে, তাঁর
মেয়ে, আমার ছোর কত, একবার দেখা করলেই হতো ?
(স্বগতঃ) না—না বাবা ছেলে বেটা বড় বেয়াড়া, কাজ নেই ।
(প্রকাশ্যে) মশাই ! ওর নাম কি একবার বলুন তো । তার
পর ওর নাম কি !

১ম লোক । মশাই ! ডিপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের বাড়ীতে বিবাহ দেওয়া কি
কম সৌভাগ্যের কথা !

কাল। দেখুন মশাই ! ওর নাম কি, কি জানেন আমাকে রাগাবেন
না । তিনি নবাব টালিগঞ্জ হ'ন আর ডনকিন্ সাহেবই হ'ন,
আর মক্কার মৌলবীই হ'ন, ওর নাম কি তিনিই আছেন,
তাতে আমার কি ? (স্বগতঃ) ওর নাম কি পলেটা কোথা
গেল ?

(কতিপয় প্রতিবাসীর প্রবেশ)

মশাই ! ওর নাম কি প্রায় সাড়ে আটটা বাজে ।

- ১ম প্রতি। মশাই! আমাদের ভেটীর টাকা আগে দিন, আর বায়ে
 সারীর কি দেবেশ দিন। আমরা দেরি কর্তে পার্কে না।
 কালা। এ যে বাবা ওর নাম কি, কি কথা? ভেটীর টাকা তো
 আমার দেবার কথা নেই। (স্বগতঃ) মাছের খোলেটা
 কোথা গেল? মশাই। ওর নাম কি সে সব আমি জানি না।
 সে সব হাকিম বাবু দেবেন। তিথি উপরে চা খাচ্ছেন, ওর
 নাম কি ঐ উপরে যান।
- ২য় প্রতি। আমাদের পাঞ্জার মেয়ে নিজে যাবেন, আর ভেটী
 দেবেন কিনা কব্বের বাবা, আহা তা আর জানিনে। আগে
 ভেটীর টাকা দিন, তার পর লাইব্রেরীর কি দিবেন
 দিন। জানেন, মেয়ে আমাদের লাইব্রেরীর মেম্বর, নূতন
 নাটক নভেল আগে ডিপুটী বাবুর মেয়েকে দিতে হয়, তার
 পর আর কেউ পায়।
- কালা। ওর নাম কি ডিপুটী বাবুর মেয়ে মেম সাহেব হ'ন আর যা
 হ'ন, তাতে আমার আপত্তি নাই। তবে কি জান বাবা
 আমি ছাপোকা লোক, আমি পেরে উঠবো না, ওর নাম কি
 আমি মোট ফুরান করেছি।
- ১ম প্রতি। আহা হা! তা জানি নি, তা হবে না। কালাচাঁদ বাবু!
 আমরা একটু রাত্তির অপেক্ষা করছি, টাকা পেলেই আমরা
 আসছি।
- কালা। (স্বগতঃ) বলে যাও, কাণ আছে, বেশ শুনিছি, মাছের খোলেটা
 কোথায় গেল? ওর নাম কি টাকা পাব পাব হয়েছে, প্রায়
 ৯টা বাজে আর দেরি কর্তে পারবো না। (প্রকাশ্যে) একবার
 ওর নাম কি ডাক না?

১ম লোক। কালাচাঁদ বাবু। আশুন ডি'টী বাবু ডাকছেন ?

কালা। অ্যা—অ্যা। ওর নাম কি চল চল দুর্গা দুর্গা দুর্গা শ্রীহরি
শ্রীহরি শ্রীহরি, সিদ্ধিদাতা গণেশ, সিদ্ধিদাতা গণেশ, (স্বগতঃ)
থোলেটা কোথায় গেল ? (বাহির করিয়া) এই যে আছে—
এই যে আছে।

[কালাচাঁদের প্রস্থান ।

১ম ছো। কি হে বর, জুসুর জুসুর চাইছ কি ? ডিপুটী বসুর
বাড়ী বাসর, খুব সরগরম, একটা গান টান আঁচ, খুব মজা
হবে, জুশো রগড় হবে।

(কালাচাঁদের প্রবেশ)

কালা। আহা ! ওর নাম কি জানেন, ডেপুটী বাবু মহাশয় লোক
চাটা খান বটে, কিছু দেনা পাওনায় খুব সরল, ওর নাম
কি যাবা মাত্রেই সমস্ত টাকা একব রেই রোক্ শোপ।
(স্বগতঃ) মাছের থলেটা কাজে লাগলো না, এইটাই হলো
আমার কপ্পী, ওক ফেলে যেতে পারো না। চেকবানা
টাকাকে গুঁজে নি। (প্রকাশ্যে) মশাই ! তবে ওর নাম কি
লগ্নের সময় হলো, প্রায় সাড়ে নয় টা।

সকলে। হাঁ হাঁ হাঁ।

২য় লোক। মহাশয়েরা যদি অনুমতি করেন, তবে কথা পাত্রস্থ করা
যাক্।

রাসু। আমার একটু আপত্তি আছে। বিনো সংবাদ পাঠালে তবে
হবে। তিনি বোধ হয় এন্গেজ আছেন।

কালা। (স্বগতঃ) ব্যাটা আবার ওর না। কি, কি বিপত্তি ঘটায়

দেখ ; আমি তো বাবা স'রে পাঠি । (প্রকাশে) আচ্ছা !
আচ্ছা ! রাগু বলছে, একটু সবুজ কর । আমি তবে একটু
বাহিরে দাঁড়াই ।—কি বল রাগু ?

[কালাচাঁদের গ্রন্থ ন ।

(একজন পত্র লইয়া রামুকে প্রদান)

রামু । (পত্র পাঠ করিয়া) এখন আপনারা বিবাহের যোগাড়
কর্ত্তে পারেন ।

[বরকে লইয়া গ্রন্থান ।

পঞ্চম দৃশ্য ।



ছাঁদলাতলা ।

গীত ।

সকলে । সেমিজ প'রে বিবি সেজে ঘুরতে পারিনে ।

বুকে পিটে বডি এঁটে যেমে বাঁচিনে ॥

গুঞ্জে বোকে বোনেটেতে,

বরাডালা মাথায় নিতে,

দুরবোলো বল কোন্ লাজেতে বুথা ঝুল দিও না ।

আল্লা ছেড়েছি, বট পরেছি,

নাটক নভেল শেষ করেছি,

নভলি নাগরে আঁঠলে বেঁধেছি মোদের এ সব সাজে না ॥

মাজে । বলি ও আপেল । তুই যে বরের পানে কেবল একদৃষ্টে

চেয়ে আছিস্ প্রাণে প্রশ্নে মিশে যাবি নাকি ?

আপেল । প্রাণে প্রাণে যাকে টানে সেই জানে ।

আমাদের ভাই শুধু টানে ॥

বর খুব ইন্টেলিজ্যান্ট, ফেসে লভের সাইন ও বেশ দেখা
যাচ্ছে, একটা হিরো হবার লক্ষণ আছে ।

ঠান্দি । হ্যালা, তোরা হিক হিক করছিস্ কেন? বরের নাম যে রামু ।
আপেল । ঠান্দি ! তুমি ভারি মুখ, ভারি নির্বোধ । দেখ দেখি,
একটা সামান্য ইংরাজী ওয়ার্ডের মানে জান না । আমাদের
সঙ্গে থেকে কুমুম কলির কটেজে গিয়ে, তোমার কিছু
ইম্প্রুভমেন্ট হ'ল না ? তুমি হিরোর মানে জান না, হিরো,
হিরো, নারক, পুংলিঙ্গ, হিরোয়িন স্ট্রীলিঙ্গ ।

ঠান্দি । মুখ বলেই এত ছুঃখ, সেই জন্তেই তো তোমাদের মন ভাব-
টুকু বুঝতে পারিনে। শিবলিঙ্গ আছে, তাই ত জানি, আবার
পুংলিঙ্গ কিসে ? নে তোরা কি ক'রে নিবি নে, আমাদের
সেকালের সব তো চলবে না ।

প্যাঞ্জকলি । ঠান্দি ! তুমি একটু ওয়েট কর, আগে হনি সোপ
(Honey soap) দিয়ে চন্দনের দাগগুলো বেশ ক'রে
ধুয়ে দি, তার পর ঐ লাল (Dirty) ডার্ট (Dress)
ড্রুসটা (Change) চেঞ্জ ক'রে দেব । একটু সিভিল
Civil) ক'রে নিতে হবে । ভাই ম্যাডেজার ! তুই ভাই
(Would be) উড্ বি হিরোকে একবার ড্রেসিং-রুমে
নিরে যা, একটু সভ্য ক'রে নিরে আর, আজকাল কতটা
চলে না । অতটা দেশী ভাবে কি লভ আসে, না লভের
ক্রিয়া হয় ? আর দেখ, শেষে একটু এসেন্স মাথিয়ে আদিস্ ।

[বরকে লইয়া প্রস্থান ।

ঠান্দি । বলি ওলো নাত্নীয়ে, এখানে: যা এক রকম ক'রে সেরে
নে না । বাসরে বেশ ক'রে সাজিয়ে নিস্ ।

প্যাজ । অডি ! যা না জুই (Kindly) কাইণ্‌লি, গোলাপজলের
ডিস্‌কেন্টারটা নিয়ে আয় না, আমায় মাথা বড় ধরেছে ।

অডি । না ভাই, আমি ধাব না, জলটল অন্তে যদি প'ড়ে যায়, তা
হ'লে সেমিজ ভিজ যাবে, জ্যাকেট খারাপ হবে । বাবাই
যার সে দিন খাবার খেয়ে আমার কাছে জল চেয়েছিলেন,
সেজন্ত মা বাবাকে কত বকলেন ;—বড়েন, খাবার খেয়ে
তোমার একটু ঝিলম্ব সয় না, কি বাজারে গেছে, আশুক,
এসে জল দেবে; অডির বড়ি যে জল লেগে খারাপ হয়ে
যাবে । বাবা চুপ করে রইলেন । মার উপর তো বাবার
কথা চলে না ।

(বরের প্রবেশ ।)

বিগ্নো । যা হোক, এতক্ষণে একটা (Decent dress) ডিসেন্ট
ড্রেস হলো ।

অডি । পরামানিক ! বাহিরে থেকে চারিজন গ্র্যাঞ্জুয়েটকে ডাক,
বিনোকে এখানে আনবে ।

(চারিজন গ্র্যাঞ্জুয়েড কর্তৃক বিনোকে আনয়ন)

আপেল । কিহে, আবায় এখন আমাদের পানে একহুটে চেয়ে
কেন ?

রাশু । আপাততঃ আপনাদের দেখাত একটা কম সৌভাগ্যের
কথা নয় ।

ঠান্দি । দেখ ভাই বর ! তোমার গলায় এই মুক্তার মালা দিলুম,
ধরে রেখো ;— রেখো যেন দাঁতে কেটো না ।

রামু। ঠান্দি ! তুমি আমাকে মুক্তার মালা দিলে, আমার এই
সামান্য ফুলের মালা ছড়াটা নাও। ঠান্দি ! আমি কি এ
মুক্তার মালা দাঁতে কাটবো, হৃদ-পিঞ্জরে চাৰি দিয়ে রাখবো।
ঠান্দি। বিনো ! তোর হিরোর মালা-ছড়াটা পর, দেখ্, দেখ্, নাত-
জমাই কেমন রমিক দেখ্, ওই ! আমা মেকেলে লোক,
আর আশীর্বাদ করবো, তুমি বিনোকে নিয়ে সুখ-সচ্ছন্দে
ঘরকন্না কর, তা হলেই সুখী হব। অডি ! নে ভাই নাকু টাকু
কি হাতে দিবি দে।

অডি। (বরের প্রতি) বল প্রাণে প্রাণে কিনলুম, এগিয়েতে
বীধলুম, সেক্ হ্যাও কর তিনবার।

সকলে। God bless the happy pair গড ব্রেস দি হ্যাপি
পেয়ার।

ঠান্দি। হায় হায় কতই বা দেখবো আর
নারায়ণ, প্রভু রক্ষা কর এই বার।

রামু। (সেক্‌হ্যাও করণ), (স্বগতঃ) সেক্‌হ্যাও তো করলুম,
না সেক্‌গু হ্যাও হ'য়ে পড়ে, আর আমাতে তো আনি
নেই। ওহো! রামদাসের অদৃষ্টে এ ধন ছিলরে, তা আমি
একদিনও ভাবিনে। দিক্‌ আমাকে!

ঠান্দি। শুভদৃষ্টি করাও, নাপ্তেকে ডাক, তার যা বল্‌তে হয়,
বলুক্।

অডি। হিঃ পরামাণিক ! হিঃ পরামাণিক !

(হিঃ পরামাণিকো অবেশ)

অডি। তোমার যা বল্‌তে হয় বল।

হিঃ পরা । মেয়েরা গুন গো ! হাঁ হাঁ ভাঙ মন্দ মাঝারি লোক ও
লোকী থাক, সব স'রে পড়, তা না হলে ভাতার অ'টার পর
বাড়ী আসবে । গাড়ী ক'রে বেড়াতে নিয়ে যাবে না ;
রাঁধুনি ছাড়িয়ে দেবে, ঘোমটা দিতে হবে, আঁতুড়-যারে
ছেলেকে দুধ দেবার জন্ত দাই রাখবে না । স্বত্তর শাওড়ী
গুরুলোকের সেবা করতে হবে । ভাতার ঘরজামাই হয়ে
থাকবে না । পুরুষেরা গুন গো ! মাগ মোহনভোগে মিষ্টি
দেবে না, ট্রাম ভাড়া বন্ধ করে দিবে ; পানে বেশী ক'রে
চুপ দেবে । রায়ে মশারি খাটাবে না, না ব'লে বাপের বাড়ী
যাবে, এসেন্স মাখবে না, রং করা কাপড় পরবে না ।

ঠান্দি । ভাই আড ! বেশ হয়েছে । এখন ভদ্রদৃষ্টি করাও ।

দা—খানি । (রামুর প্রতি)

প্রাণে প্রাণে কর প্রাণচুরি ।

নয়নে নয়নে হান নয়না ছুরি ।

ঠান্দি । নাও এইবার উল্খনি দিয়ে সাত পাক ঘোরাও, না হয়
তোমাদের যা আছে, তাই কর ।

কা—চাঁদ । (নেপথ্য) ওর নাম কি—এত দেরি হচ্ছে কেন ? আমি
যে বাড়ী যাবো ; শিগ্গির সেবে নাও না । বলি রামু ?
ওর নাম কি—কত দেরিরে ? সময় বয়ে যায় যে রে ।

দা—খানি । কে ও ! ইষ্টুগিটের মত চোঁচাচ্ছে, যেন গাধা ডাকছে,
কেবল ওর নাম কি, ওর নাম কি হচ্ছে । বেহারা !
বেহারা ! দেখ্ত কোন্ হায় !

রামু । (স্বেগতঃ) বেড়ে মজা হচ্ছিল, আবার সেই টিকিদাস
বাটাঁদের কাছে যেতে হবে । একবারেই বাটাঁদের কাজ

সেরে নিলে হতো, ক-ব্যাটাতে পড়ে ঝুপাঠ পড়িয়ে নাকী
ছিঁড়ে কেলেবে ।

বায়ু । সাত পাক কেন ? আমাকে যত পাক পার ঘোরান
আমি কোন কথা ক'ব না, কেবল বলদের মত ক্রমাগত
ঘুরণে ।

সকলে ।

হিপ্ হিপ্ ছরয়ে

হিপ্ হিপ্ ছরয়ে,

হিপ্ হিপ্ ছরয়ে,

চল যাই বাসর-ঘরে ॥

(সাত পাক ঘুরাইলা বিনোকে রামদাসের পার্শ্বে স্থাপন)

সকলে । চল চল আঁধি সখা ঢুলু ঢুলু কেন বল ।

চল চল বাসরঘরে যুগল রূপে হবে আলো ॥

মলিন হবে চাঁদের আলো,

লাজে আলো হবে কালো,

প্রাণে প্রাণে পড়বে আলো,

দূরে যাবে প্রাণের কালো ।

কুঁড়ি ফুল ফুটন্ত করে,

দিলুখ তোমার করে ধরে,

দেখো যেন যাব না ঝরে যুগল দেখে থাকবে ভাল ॥

ষষ্ঠ দৃশ্য।

রাস্তা।

(কতিপয় লোক নিমন্ত্রণ খাইয় প্রবেশ।)

১ম লোক। দেখিস্, ঠেঁকিস্‌নে, ক্ষীড়ের গেলাসটা চল্কে পরবে
 গয়লা বেটা কি পাজী, এমন পাতলা ক্ষীড়ও কড়ে।
 গেলাস পুড়ে নেবার যো নেই। খুড়ি পুড়ে পুড়ে বাড় খুড়ি
 ক্ষীড় গেয়েছি।

২য় লোক। ক খানা মাছ মেরেছ হে? অমি বোধ হয় দশ বার
 খানা মেরেছি। বেড়ে পাকা মাছ, পাঁঠা কোথা লাগে
 বামুন ব্যাটারা বেশ বানিয়েছিল।

৩য় লোক। গড়ম মশলাটা কিছু বেশী হয়েছিল, তা না হ'লে বাবা,
 আমি দেড় ফেড় মাড়তে পাড়তুম। সেড় ভোড় না মাড়তে
 মাড়তে দুপ মেড়ে দিলে, তা কড়বো কি? বিছড় বেতে মাছ
 মেড়ে আমার কলড়া হয়েছিল। ভাগি হাতীবাগানের
 চন্দ্রকলি ডাক্তাড় ছিল, তাই চেঁচে গেলুম বাবা! হৈমবতী
 চিকিচ্ছেটা বড় সুন্দর।

৪য় লোক। শালাকে নিয়ে ভারি আপদেই পড়া গেল। শালা
 কেবল র জায়গাঙ্ক ড আর ড যায়গায় র বলবে। আর
 অত ক্ষীড়ে মাছ মেড়ে না যমের বারী যাবে। তখন
 হৈমবতী কিছু করতে পাবে না। ধূমাবতী লাগাতে হবে।
 শালা কল্কাত্র দশ বছর রয়েছে, এখনো কথা সোদ
 রাল না।

৩য় লোক । আলুর দমটা যাচ্ছে তাই আঁকিয়ে কেলেকিল ।

২য় লোক । নিশ্চয় করোতা বাবা, লুচি বড় খাস্তা হয়েছিল, বলি
যাহ্ ! মোটে নেমন্তন হয় না, হাতিবাগান থেকে হেঁটে পাড়ি
মেয়েই আর জগে স্থলে ছটোক আন্দাজ আহার করেছ, তার
উপর আবার কথা ?

(দুইজন মাতালের প্রবেশ ।)

গীত ।

আমার চাঁদ চাঁদ চাঁদ-বননী ব্রাণ্ডী পানি —
সাহাগ ক'রে গলা ধ'রে প্রাণ পুরে পান ক'রে —
মাথায় পাগুড়ী বেঁধে 'ঙ' হব ।
যখন ধরতে আসবে কঁাদে বাড়ী 'ধ' ॥
করতে মোদের হাড় গোড় ভাঙ্গা 'দ' ॥
হয়ে হ, য, ব, র, ল, তখন পয়ে আকার দেব ।

১ম মা । কঁাদছো কেন যাহ্ ?

আর কেঁদো না আর কেঁদো না, কড়াই ভাজা দেবে
এবার যদি কঁাদবে যাহ্, বোতল কেড়ে নেবে ।
যাহ্ কাহ্ বোতল কি সুধু, নেশাটা যে, ভোর রাত্তিরে
গায়েব আলো হয়ে আসছে ।

• (একজন বয়সী ও একজন কস্তায়ত্রীর প্রবেশ)

৮-যাত্রী । মশাই ! যা অপরাধ হয়েছে, আমাদের হয়েছে, রাগ ক'রে
যাবেন না, আলাদা পাতা ক'রে দিচ্ছি ।

৯-যাত্রী । পেছাব কবে দি ! পেছাব করে দি ! বাণীতে কি অ-

খাবার নেই ? একি যে সে নোকে পেয়েছে ? একি যে সে বংশ ?

২য়-মা । কেন চাঁদ, এত প্রস্রাব ক'রে দৃকবস্ত্র ভাসাচ্ছে ? বিয়ার খেয়েছ নাকি ? (নিঃশব্দে যাইয়া , ওঃ ! এ যে আবাগের বংশ দেখছি ।

ব-যাত্রী । তুমি জান আমি কে ?

২য়-মা । তা আর জানিনে মণি ! তুমি যে আমাদের সেই আবা-গের বংশ । বলি ও আবাগের বেটা ! এক গ্যাস টান, বলি ধনমণি ! তোমায় তো আর আমার চেনবার দরকার নেই । অতটা চটে আছি কেন চাঁদ ?

ব যাত্রী । আমার সঙ্গে ঠাট্টা ? আমার সঙ্গে তামাসা ? আমি কি যে সে বংশ ?

২য় মা । না, না, তোমার সঙ্গে তামাসা করবো কেন ? বাজারের আলুওয়ালার সঙ্গে, ছোট্ট মূটের সঙ্গে তামাসা করবো ! মশাই ! মাপ করুন, ঘটি হয়েছে, "বেছি পদপল্লবমুদারং" ।

ক যাত্রী । (স্বগতঃ) বংশ কি আর আছে, সে যে কংশের মত ধ্বংস হয়ে গেছে । এখন বাবা সুবোধু নীর খোঁড়া হংস কেবল অংশ মাত্র আছে, ভদ্রলোক ডাকছে, ছোটো পৈতৈদিয়ে যাও না বাবা ! বাড়ী গিয়ে তো পেটে কিল মেয়ে শুতে হবে । (প্রকাশ্যে) মশাই ! অপরাধ হয়েছে, আমোন ক'রে তামাসা করেছিল ; মনে কিছু করবেন না, অশুগ্রহ ক'রে আহাৰ করে যান ।

২য় : মানমরি ! আবাগের বংশ, বদন চোল, মান ত্যাগ কর, গরম গরম নিস্তে খানেক লুচি, আর তার সঙ্গে বন্দিবাটীর

চাঁট দিয়ে বদনে দিলে এক বোতল হুইস্কির কাজ করবে।
দেখ চাঁদ ! সব রাগও একেবারে শীতলঃ ভবঃ । অনেক দূর
থেকে এসেছ, লুচির সঙ্গে এত বিরহ কেন চাঁদ ? লুচি
আর বদ্বিবাটীর প্রেম বড় জ্বর প্রেম বাবা, এ প্রেমে বিরহ
হয় না । খালি যুগল মিলন, কোথায় তোমার রাধাকৃষ্ণের
প্রেম লাগে ।

ব-যাত্রী । আমার সঙ্গে তামাসা ? আমার সঙ্গে তামাসা ? পেছাব
করে দি ! পেছাব করে দি ! দোকান খোলা আছে ।

ক-যাত্রী । (স্বগতঃ) এ বাবা বেজায় দুষ্ট, রাত্তার মাঝখানে গায়ে
ধরলুম, আর কি করবো ।

১ম মা । বলি, দোকান তো খোলা আছে, ট্যাক যে বন্ধ, রেষ্ট,
রেষ্ট ! চক্চকে, চক্চকে, সে যে চু চু, যা শালা পেটে
ভিজ়ে গামছা বেঁধে গুরে থাকগে যা !

[কল্যাণবাহীর প্রস্থান]

২য় মা । আর এক ব্যাটা আসছে না ?

২য় মা । কৈ ! কৈ !

২য় মা । শালা একটা, কাপ্তেন ফাপ্তেন হবে । নিশ্চয় বড়লোকে
ছেপে । ভি'ড়ে যাওয়া যাগ্, খুব খাঁচী চলবে, একটু আই-
ভেট হই এসো ।

২য় মা । হুঃ শালা ! আইভেট হব কেন ? পাব্লিক হব ।

(ছোঁড়া মাতালের প্রবেশ)

গীত ।

ছোঁ-মা । শতবার সাধুতে পারি, যদি রে শ্রীণ রাখ রে মান,

(মাইরি বলছি)

নছে যেন চাষার হাতে শালিগেরামের অপমান ।

(শালি ভারি অপমান করেছে)

আদার বেপারী ভূমি, চেন না উর্বরা ভূমি,

(যাকে ইচ্ছে নিরে স্ত্রী ইও ভূতি)

কিমে ফলে খাটী সোণা, কিসে ফলে পাকাধান ।

ফেলে দামি কহিনুরে, মজেছ প্রাণ বোতলচুরে,

(কেটে মরবে বাবা)

কেল দিবে মতিচুরে, (রাখ) চিনি-ভরা মণ্ডারি মান ।

(ফের আমার ডাক্তারে হবে ভূতি)

১ম-মা । লাট যে ? কার জন্ত অত আনচান করছ টাদ ?

কে তোমার পিঠীতে এত দম দিয়েছে ?

ছো-মা । নেভার মাইণ্ডি “শতবার সাধুতে পারি” ।

১ম-মা । ননি ! এস মণি ! টাদমণি ! ভেলারে মোর বাপধন,

এখন কোন্ অভ্যায় ?

Remote from a city lived a swain,

Unvexed with any care of gain ;

ছো-মা । (Oh) ওহো ! দূর হ' বিরহ, নেভার মাইণ্ডি ।

“শতবার সাধুতে পারি”

১ম-মা । কোন্ বিবিজান তোমায় কাদিয়েছে লাট ?

ছো-মা । বিবিজান ? সে আমার লবেজান করেছে বাবা । আমার

জানের জান বিবিজানের জন্তে আমার প্রাণ আনচান

কচ্ছে । মাইণ্ড অল্পজান হয়ে বোমঝানে উঠেছে, এখন

প্যারারুট ডিস্টেট হলে বাচি ! মাই ফ্রেণ্ড ! মাই ডিয়ার

ফ্রেণ্ড !! মাই দুজম ফ্রেণ্ড !!!

“শতবার সাধুতে পারি”

২য় মা । এ দেড়ী সুপায়ে কেন চাঁদ ?

ছোঁ-মা । ভয়ে ভুল ক্রমে ক্রমে ।

১ম-মা । তবে উপায় এখন কি করবে চাঁদ ?

ছোঁ মা । উপায়—খাপায় ।

“শতবার সাধতে পারি”

১ম-মা । ননি ! বেড়ে আস্তালা ড্রেস হয়েছে চাঁদ ।

ছোঁ-মা । কি বলে আস্তালা, আস্তালা ড্রেস, তা বাবা আস্তালা
আস্তালা উচ্চর । আস্তালা থিয়েটার, আস্তালা নাকাস,
আস্তালা পেপার, আস্তালা ম্যাগাজিন, আস্তালা কণ্ড,
আস্তালা ব্রাণ্ডী, আস্তালা একজিসিন, শেষকালে বাবা
আস্তালা কংগেস চলছে । ভূতিও আমার আস্তালা,
লগুন মেকাং ময় ?

“ভূতি শতবার সাধতে পারি”

১ম মা । ননী মণিমালা, কোন্ ফণী তোমার দংশন করেছে চাঁদ,
এমন কবে কেন ফির্চ লাট ?

ছোঁ মা । উঃ ভূতি ! ভূতি যে ঝাঁটা ঝেড়েছে, আমার প্রপিতামাতার
ছেলে অবধি কেঁপে উঠেছে ।

“শতবার সাধতে পারি”

২য় মা । ভূতি তোমার কে বাবা !

“শতবার সাধতে পারি”

২য়-মা । লাট ননি ! কেন বাবা এমন উৎকট প্রেম-করেছিলেন ?
এখন ওসমানের জালায় যে কেবল অপমান হচ্ছে !

ছোঁ-মা । উঃ ! ওসমান !—সে শালা বেইমান (Old ful) ওল্ডফুল
হনুমান ভূতি ! ভূতি ! তুমি আমার বেল ফুল, জুই ফুল,

বকুল ফুল, বিউলী ফুল, (I am the greatestful) আই
এম দি গ্রেটেস্ট ফুল ।

“শতবার সাধুতে পারি’

১ম-মা । আরে শালা দেখ না এক শালা মাতোরালা পাক্কা ছয়া,
তার ছবেটা কাঁদে বাড়ি খ এতে “দ” কৰ্কে কৰ্কে আনুচে ।

হোঁ-মা । ভূতি, ক খ পড়ছ কেন ; সিদ্ধি পড়না বাপী । সিদ্ধির
নেশা বড় জ্বর, স্বপ্ন, মত্ত, পাতাল দেখা যায় । শুনেই
সুইচ্ ব্যাক্ রেলগয়ে ।

(একজন পাণ্ডেজীর প্রবেশ)

হোঁ মা । দরোয়ানের টিকি ধরিয়া ভূতি—বাপী ! তুমি চাইনিজ লেডী
সেজেছ । (Never mind নেভার মাইণ্ড, (Allright)
অল রাইট থিউ চেয়ারম্ ফর চাইনিজ ভূতি ! ভূতি ! ছলনা
করো না, বিরহ নেনা ।

“শতবার সাধুতে পারি’

পাণ্ডেজী । এ বাবু ! হামি ভূত নেই ; রামচন্দ্রলীকা বংশ, হামার
নাম হনুমান ।

হোঁ-মা । বাপী ভূতি ! তুমি চিহ্নে ভূতি নও, তবে এ বেশ কেন
বাপী ? তবে কি তুমি কোজপুরে ভূতি ? মাই ডিয়ার ডালিঃ,
তুমি আমার ভূতি নও, ওঃ ! আমার যে প্রাণ যায় !

• O, to be or not to be that is the question.

১ম মা । কাল সকালে সকালে আসবে ?

হোঁ-মা । Early to bed, Early to rise

Makes a man velthy and a y.wise.

১ম-মা । ননে ! হুজুরে সারজন সাহেব আসছে ; পালাই আর ।
 ছোঁ মা । বাবা ! সাহেবের আলায় অস্থির । রাজ্যে লাট সাহেব,
 আফিসে বড় সাহেব, পুলিশে পাহারাওলা সাহেব, ছোট
 আদালতে বেলিফ সাহেব, মিউনিসিপ্যালিটির পেরাদা সাহেব,
 জেলের দারোগা সাহেব, দরজীর দোকানে মিক্রা সাহেব,
 সব সাহেবকে পার আছে, কিন্তু বাবা বিলেত কেরত
 বান্ধালী সাহেব, দেশী যেমসাহেব, আর বড় মান্নাষের
 মোসাহেব, এই তেরম্পর্শ সাহেবদের আলায় অস্থির ।
 ভূতি ! ভূতি !

“শতবার সাধুতে পারি”

[সকলের গহন ।

(ফুলওয়ালী ও ফলওয়ালার প্রবেশ)

গীত ।

ক-ওয়ালী । কে নিবি আর ফুলের পাখা, জুঁইয়ের গোড়ে
 বিকিয়ে গেলে আর পাবিনে ।

নোটী কাঁটা বেলের মালা, গাঁথাত ধোঁটো রাখিনে ।

গোলাপে লিপ যাবে, গন্ধরাজে মন মজিবে,

দেখলে এ রজনীগন্ধা সন্ত পানে আর চাবিনে ॥

ক-ওয়ালী । আমি এনেছি বজরা পোড়া ফলের সেরা

আম আনারস সরস পেয়ারা

গোণার বরণ কমলা লেবু,

খেলে যার যে আপন হবে আবু,

ও তোর শাইব না কেউ কু পানে ।

উভয়ে ।

যাচাই করে কিন্নে সবাই.

দেখি ফুল কেনে কি ফল কেনে ।

কু-ওয়ালী । আমার কুঁড়ি ফোটা আদভুটন্ত আছে কত ফুল

বলতে গেলে রাত কুরুবে গুন্টে হবে ভুল ।

ক ওলা । কচি কাঁচা ডাঁসা পাকা আছে কত ফল

তোরে বলবো কত বল, তোরে বলবো কত বল ।

উভয়ে । চল প্রেমের বাজারে প্রেমিকেরে বেচ'বো ছুজনে

অপ্রেমিকে থাকবে চেত্র প্রেমিক পাবে বিনা পনে,

বিবানে স্ববাদ যাবে মিছিমিছি বিবাদ কেনে ॥

প্রস্থান ।

সপ্তম দৃশ্য ।



বাসর-হল ।

(প্যাক্কলি, স্বস্নানিতা, দাদবানি, ঠান্দি, রাম, অন্নি, ম্যাজেওয়ার)

ম্যাজে । আপনি বিলাত যান, তা হ'লে আপনি সোসাইটীর অনেক

ইম্প্রুভমেন্ট করতে পারবেন ।

রাম । হিন্দুর কুসংস্কার দূর করিবার জন্ত (Dear) বিনাকে লইয়া

- আমি বিলাত যাব । এই কুসংস্কারই আমাদের দেশকে নষ্ট করিতেছে, পেটুলেনের পরিবর্তে বস্ত্র পরাইতেছে, মটনের পরিবর্তে মোচার ঘণ্টা খাওয়াইতেছে, আর বিজ্ঞার্থে বিলাত যাওয়ার পথে বিষম বাধা স্থাপন করিতেছে ।

ব-বি। (স্বগতঃ) এখন আমার বিলেত নিয়ে যাবার ইচ্ছে, তখন একজন হিরো হতে পারবে ।

দা-খানি । আপনি কত দূর ট্রাভেল করেছেন ?

রামু । পশ্চিম বালী, দক্ষিণ জুলুজিকেল গার্ডেন, পূর্ব ঘুঘুডাঙ্গা, উত্তর সাতপুকুরের বাগান । নোকায় একবার নাহেশ পর্য্যন্ত গিয়াছিলুম, উলুবেড়ে যাবার কথাও একবার হয়েছিল । সু-লতা । দেখুন, আপনাকে আমাদের মতে থাকতে হবে, তা হ'লে আপনায় আরো উন্নতি হবে ।

রামু । সার্টেনলি সো, আপনায় আমাকে যা বলবেন, আমি বিনা ওজরে উইদাউট এনি কন্সিডারেসন্ তা করবো ।

আপেল । আপনি আমাদের সঙ্গে প্রত্যাহ সাক্ষাৎ করতে পারবেন ?

রামু । বলেন ত আমি ২৪ ঘণ্টা আপনাদের কাছে থাকতে পারি, আপনাদের হজব্যাণ্ড বিরক্ত হবেন না ?

দা-খানি । সে রকম হজব্যাণ্ড আমরা লাইক করি না, আর সে রকম হজব্যাণ্ডের সঙ্গে আমরা মিক্সও করি না । হজব্যাণ্ড অবাধ্য হবে ?—হজব্যাণ্ড ফারনিচারের মত থাকবে : দেখানে সাজিয়ে রাখবো, সেই খানেই থাকবে ।

রামু । দেখুন, আপনায় আমাকে যে রকম ডোমেস্টিক ও ডোমা-ইল ক'রে নিতে পারেন, নিন । আমার সম্পূর্ণ ভার আপনা-দের উপর রহিল ।

ম্যাজে । বিনো বেশ লাইনিং আছে, তার জন্তে এক ডুপ-তাবতে হবে না ।

রামু । স্বত্তরমশাই, বিদ্বান হউন, আর যাই হউন, এখানে একটু কম বুদ্ধি দেখছি, তিনি বোধ হয় প্রেমিক নন, আইনে বড়

একটা প্রেম পাওয়া যায় না। তবে উকীল থাকলে প্রেম হয়, সে প্রেমে কোকিল ডাকে না, ফুলও ফোটে না ; তবে ঘুঘু ডাকে, সরষে ফুল ফোটে। এই বাসর, এই রূপের আলো, আর খণ্ডরমশাই বাড়ের আলো জ্বলেছেন এতো সজীব জল-জ্যাস্ত খুঁই, জেসমিস, গোলাপ, গণ্ডিকোরা ফুল ফুটে রয়েছে। এর উপর আবার কতখানি ফুলের মালা ? বাতী ! তুই নিবে যা, ফুলের মালা ! তুই হিঁক্কে যা। আপনারা আলো করুন, সৌরভ বিলান, আমি তার মাঝে ধরুক।

ব বি। (স্বগতঃ) নভেলী ধরণটা আছে দেখছি, নভেলী আইডি-
য়াও কতকটা আছে। তবে একটু পিউরিকাই ক'রে দিতে
হবে, প্রেমও কতকটা আছে ; তবে কি না—পাড়াগোঁয়ে গন্ধ
আছে ; সেটা রিকাইনে ঝিক হবে।

দা-খানি। আপনার বোধ হয় সঙ্গীতশিক্ষা আছে ? যদি না
থাকে, অবসরমত আমাদের কাছে এসে প্রাক্টীস্ করতে
পারেন।

রানু। আপনারা অল্পমতি কল্পেই আমার সর্বদাই অবসর। আর
গান যদি কথান্তে চান, অনেক পারি, নিজেও অনেক রচনা
করিতেছি। তবে গাওয়া তত অভ্যাস নাই। আর সঙ্গীত
কামিনীকর্ত্তেই পোতা পারি। আপনারা আগে একটা গান।
(বিনোর প্রতি সেক্ষাত্ত করিয়া) বোমা আমার (Nature
call) নেচার কল করেছে, আমি আদি, আপনারা ততক্ষণ
গান মনে করুন।

ঠা-দি। ঠ্যা হে নাত্ জামাই ! তুমি এর ভিতর বোমা পেলো
কোথা ?

রায়ু। কেন ঠান্ডি? ভাল ফ্যানসে
দানে ত বোমা?

সকলে। yes, y s,

দা-খানি। রাগ দাদা, তে

মুখ তে পাব

কিছু বুঝ না। দাদা! তোমাদের সম্পর্ক তোমাদের
থাক, এখন একটা গান গাও শুন।

সু-লতা। ভাই প্যাকলি! তুই একটা আগে গা তো।

প্যাক। ভাই দাদখানি! তুমি গাও।

দা-খানি। ভেরি গুড, এখন তোমার গান থাক। তুমি কাল রাম
বাবুর নামে একটা কবিতা বেধে ছাপিয়ে দিও, আমি একটা
গান গাই।

গীত।

তোমার একবার দেখেযাব এখনি।

তুমি দেখ বা না দেখ ভাল,

আমি দেখবো তোমার বদনখানি।

মনে করি আর আসবো না

এ মুখ আর দেখাব না

না দেখিলে প্রাণ কাঁদে, কেন যে তা নাহি জানি।

প্রাণে তো দিব না ব্যথা

তুলিব না কোন কথা

চখের দেখা দেখবো তোমার হৃদয়ে সুখে অমুমানি ॥

(ঠানদির প্রবেশ)

ঠান্দি । আহা বেশ, বেশ গান টান হচ্ছে, ভাই রাহু ! তুমি হরির
কৃপায় হিরু হলে, আমি হরিরলুট দেবো ।

রাহু । (স্বগতঃ) আহা ! মরি ! মরি ! আমি কোথায়, (প্রকাশ্যে)
আপনি একটি গান ।

ঠান্দি । দাদা ! আর আমার নিয়ে কেন ? ঐ মাল্লারগী নাতনীরা
আছে, গাইতে বল না ? (স্বগতঃ) আহা ! জল-জ্যাক ভাতার-
জলো থাকতে মাথায় সিঁদুর দেবে না গা ? হাতে তো নোয়া
পরেই না । হায় রে সেকাল !—একালে হলো কি ? দীন-
বন্ধু ! তোমার ইচ্ছে । (প্রকাশ্যে) ওলো ফিরিকী নাতনীরা !
তোদের হিরোকে একটি গানটান শোনা না ? এদিকে ত
খুব হরমগি খুলে গা'স ।

দাদানি । ঠান্দি ! আমাদের অজ্ঞোরাধ, আপনি একটি প্রেম-
সঙ্গীত গান । কি জানেন ?—প্রেমিকের ধোরাক হলো
সঙ্গীত ও কবিতা ।

ঠান্দি । ধোরাকই হোক, আর সোবাকই হোক, গান গাইতে
জানি না । তবে বাসর টানার হলে হু একটা গেয়েছি বটে ।
আচ্ছা, গাচ্ছি ।

গীত

এখন মিশি দাঁতে শাঁকা জ্বাতে প্রণয় চলে না ।

কত পড়ে শাড়ীতে আর ভাতার ভোলে না ।

সিঁতের সিঁদূর দিলে পরে
ভাতার বাবু রেগে মরে
পাছে মাথায় টাক ধরে, তাইতে সিঁদূর পরে না ।
হেঁসেল-শালে রাঁধতে গেলে
প্রণয় যাবে চুলোয় জলে
কুটনো কোটা বাটনা বাটা পিরিতেতে হবে না ॥

দা-খানি । সিঃ খান্সামা, সিঃ খান্সামা ।

(সিঃ খান্সামার প্রবেশ ।)

সি-খান । মিশি বাবা, মিশি বাবা হাজির ।

দা-খানি । সোডা আইল জন্দি বোলাও ! তার পর পাখা গিটো !

সি-খান । বো হকুম মেমসাহেব ।

[প্রস্থান ।

ঠান্দি । অত খেঁচুনি আবার কেন, সাদা কথায় যা হয় বন্ না ?

তোরা সকলে মিলে একটা গান টান গা, আমি শুনি ।

দা-খানি । Thank you গ্যাক ইউ ঠান্দি ।

ঠান্দি । ঠ্যাং কিলো—ঠ্যাং কি ?

দা-খানি । ঠ্যাং নয় ঠান্দি !—গ্যাক, তোমাকে ধত্তবাদ দিলুম ।

ঠান্দি । না ভাই, ধত্তবান অপবাদ, বা কিছু বাদবিসন্ধাদ আছে, তা

ভাই আমার কাজ সেই, তোমাদেরি থাকুক ।

বামু । আপনারা আরম্ভ করুন, পারি তো আনিও আপনাদের

সঙ্গে গাইব ।

দা-খানি । (That's like a good boy) স্মাটস লাইক এ গুড
বয় । আপনারা একটু ওয়েট করুন, সোডাটা খেয়ে নি ।

(সিঃ খান্সামার সোডা লইয়া প্রবেশ ।)

দা খানি । (সোডা খাওন ।)

গীত ।

সকলে । টেরচা আশি বাণ কেন হান্চো বারে বার ।

তোমার কাঁটালপাড়ার চাউকিতে ভাই হচ্ছে বড় ফিয়ার ।

রাসু । টুইঙ্কিল টুইঙ্কিল লিটল টার

দা-খানি । আমরা তারা নই হে নয়নতারা ওহে মাই ডিয়ার ।

রাসু । হাউ আই ওয়াণ্ডার হোয়াট ইউ আর,

ঠানদি । ওকি বলে লো হিড়ির বিড়ির বুঝ্তে নারি,

ওলো মাজেওঁর ।

রাসু । ঠান্দি ! তোনার পুরোণেতে কলিফেরা অতি চমৎকার ।

সকলে । সেজেছি বাবু মাজে দেখ মোদের কি বাহার ।

স্ব-লতা । আপনি গাইতে জানেন । তবে তো আপনি একজন

মিউজিকেল হিরো ।

রাসু । ঐ যাঃ—

নেপথ্যে । তিনটে বেজে গেল, তোরা জামাই বাবুকে ঘুমুতে দে ।

রাসু । আপনারা যাবেন না, আপনাদের নিয়ে আমি একটা রুব

করব ।

রামু। বিনো ! বন্ধিম বিনো ! ডিয়ার বিনো, স্কাইট বিনো, লভলি বিনো ! তুমি কাঁপছো কেন ? তোমাকে ফরলাইফ্ আমার কাছে থাকতে হবে, তবে কেন কাঁপ ?—কথা কও । তোমার জন্তে আমি সব করতে পারি, কথা কও । এমন সোনার ফুল তুমি, কেন কাঁপ ?

ব-বি। আমাকে আজ আর Trouble ট্রবল দিও না । আমার শোবার সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে, মাথাটা ধরেছে, একটু একটু ঘাম হচ্ছে, একটু একটু পিপাসাও পাচ্ছে ।

রামু। বিনো ! আজ আমি কোন কথা শুনবো না, আজ আমাকে মাপ কর, আমার কথা আজ তোমাকে শুন্তে হবে । আর কোন দিন তোমাকে বিরক্ত করবো না, তোমার যা ইচ্ছে হয় কর । আজ আমার প্রথম প্রণয়, প্রথম প্রণয়ে বাবা দিও না, যার সঙ্গে চিরদিন ঘর করতে হবে, তার সঙ্গে কথা কইবে না ? কাঁপলে কেন ? এ ফুলটী যে আমি পুণয়ে রাখবো ।

ব-বি। ফুল বুকে থাকে, গলায় দোলে, সোঁরভ বিলায়, তা ব'লে কি তোমার সময় কাঁপে না ? তুমি কি কখনও ফুল তোল নি ?

রামু। না না, কখন তুলি নি, এই প্রথম, এই শেষ । বন্ধিম বিনো ! বন্ধিম বিনো ! এমন কবিতা-মাথা কথা আর কারো মুখে শুনি নি । বল, একবার বল, আর একবার বল, বল, বল, বল, তুমি আমার হবে ?

ব-বি। না—না—নাথ ! আর কার ?

রামু। প্রি—প্রি—প্রি—প্রিয়ে !

ব-বি। ডিয়ার—ডিয়ার—মাই ডিয়ার !

গীত ।

মাই ডিয়ার কলেজ যাওয়া হবেনাকো আর ।
 আঁচল ধরে সাথে সাথে থাকবে হে আমার ॥
 তোমার যে মলেজ আছে,
 পড় যদি আমার কল্লুছ, (ও প্রাণনাথ)
 (তুমি) এফে এ হবে ফাষ্ট এবার ॥
 আমার কাছে গোপনে,
 ষ্টডি করবে যতনে,
 লারনিঙে শাইন ক'রে, চালাবো নিউজ পেপার
 হিরো হিরোয়িন হয়ে হবে প্রেমের পাইওনিয়ার





দ্বিতীয় অঙ্ক ।

প্রথম দৃশ্য ।

বিনোদ কুমার ।

(রামদাস আসীন)

রাম । দেশ ! স্বদেশ ! ভারত ! মাতৃভূমি ! কংগ্রেস !! এ
দেবের কিছুই করতে পারেন না । উঃ ! পরমেশ্বরের মত
অবিবেচক এ পৃথিবীতে আর দেখিনে । দেখ দেখি, বাবার
কি আক্কেল ! বের টাকাগুলোতে দেনা সুখে আস্তে আস্তে
কাশী চম্পট দিলেন । কেন বাবু, পরিশ্রম করে তো আর
খেতে হচ্ছিল না ? আচ্ছা, গেলি-গেলি, আমায় কিছু টাকা
দিয়ে গেলেই ত আমি প্রণয়কাতরা বন্ধিন বিনোকে নিয়ে
সুখে থাকতে পারতুম ।

(বন্ধিন বিনোদ প্রবেশ)

ব-বি । নাথ ! আজ তোমার মুখ এত মলিন দেখছি কেন ?
রাম । ঐ্যা ! না—নয়, কিছু নয় ।

ধ-বি। প্রাণেশ্বর! আমার বলবে না? যদি কোন বিপদ হয়ে থাকে, আমার বল। একটা বিপদের কথা আমার শোনাও, তা না হলে তুমি আমার এ প্রাণের প্রাণ কিছু বুঝতে পারবে না।

রামু। না না, সেই পুরাতন কথা, আর কি। অন্নচিন্তা, চাকরী গেল, হোনিওপ্যাথিক চিকিৎসাতে কিছুই হলো না। একটা বানসা টাবসা যে করিয়া, তাও আগে টাকা চাই; নগদ একটা পরসা হাতে নাই। যা তোমার গায়ের গহনা, তা আমি প্রাণ থাকতে নিজে পারবো না। যদিও তুমি পর না, তবুও আমি প্রাণ থাকতে ছুঁতে পারবো না।

ধ-বি। না না, প্রাণনাথ! তা পারবে না, প্রাণ গেলেও তা পারবে না। তোমার জন্তে আমি নিষেধ ফেলতে পারি, কাঁদতে পারি, চাঁদের হাসি চুরি করতে পারি, এলোচুলে গালে হাত দিয়ে ভাবতে পারি, একদৃষ্টে চেয়ে থাকতে পারি; এমন কি, যদি তুমি বল, হিষ্টিরিয় করতে পারি। কিন্তু প্রাণনাথ! তুমি মিশ্চয় জেনো, যে সকল কাজে সাধ আছে—কিন্তু অলঙ্কার না পরিলে অনেক কাজে সাধ মেটে না। নাথ! অনেক হিরোয়িন সাফল্যে অলঙ্কার পরতে হয়, নদীতে ফেলতে, অলঙ্কার না থাকলে প্রাণের শুকিয়ে যায়, আশা মেটে না, সাধ পূর্ণ হয় না।

রামু। মাই ডিগার বিনো! তুমি সে চিন্তা করো না, আমি যদি অন্নভাবে মরি, তবু তোমার অঙ্গের আভরণ হোঁব না, হোঁব না।

ধ-বি। প্রিয়তম! এই ত প্রাণনাথের মত কথা। হা ছদ্মেশ্বর!

যদি তুমি চণ্ড হ'তে, তা হ'লে আজ অসি-হস্তে চিতোর
জয় ক'রে আমাকে বড়ি কিনে দিতে । নাথ ! সেই
চৌন্দর জ্যাকেট কি আর এখন ষোলয় চলে । প্রাণেশ !
আমার বড় গ্রীষ্ম হচ্ছে, লগাটে বিন্দু বিন্দু শ্বেদ নির্গত হচ্ছে ।
আমি একটু পাউডার নিয়ে আসি ।

[প্রস্থান ।

রাসু । আহা ! এ গ্রিনাকে সুখে রাখতে পারলেম না । আজ
একমাস হলো, প্রেমসীর ম্যাকেসার ফুরিয়েছে । ল্যাভেণ্ডার
অভাবে রোজ রোজ মাথা ধরে । ঠোঁটে ব্লুম দিতে পারে ন
ব'লে সদাই স্নানমুখী । বন্ধিম বিনোদিনী রে ! তোর মত
হুঃখিনী আর কে আছে ? আহা ! রক্ত-মাংসে কেন তুই
জন্মেছিলি ? তুই কল্পনার প্রতিমা, কল্পনার থাকৃতিস্ । তুই
একজন, হা হতোষ্মি ! তুই একজন, হা দীর্ঘোষ্মি ! তুই
একজন সুকুমার সুষমা, তুই একজন জ্যোৎস্নাবরণা । সেই
মুখখানি, তুমি কি আমার সেই, সেই, ইস্—চোখ বুজে
আসছে । (নিদ্রা)

(বন্ধিম বিনোদিনীর প্রবেশ)

ব-বি । পাউডার তো মুখে দিয়ে এলুম । একটু ব্লুম অব্ রোজ
নাই যে গালে দি ।

(রাসুর খড়পড়িয়ে উঠন)

রাসু । প্রিয়ে—প্রিয়ে ! আর ভর নাই ।—সংবাদপত্র, সংবাদপত্র,
খবরের কাগজ, প্যাটেন্ট মেডিসিন্, দেখি, আমার কাগজ
বেরুলে কোন্ কাগজ ট্যাকে । বঙ্গবাসী ! সময় ! হত-

বাদী ! সঞ্জীবনী ! সব উঠে যাবে । টাইমস, পাইওনিয়র, ইংলিশম্যান, স্ট্রেটসম্যান, মিরর, বেন্‌জলী, পেরিয়ার, আমার কাগজ থেকে কোট করবে । বাঙলার হরিশ্চন্দ্র, কৃষ্ণদাস, রাজেন্দ্র লাল, নরেন্দ্রনাথ, অরেন্দ্রনাথ, ইন্দ্রনাথ, যা না করতে পেরেছেন, আমি তা করব । লাটসাহেব আমার লেখায় ভয় পাবে, প্যারলিমেন্ট আমার লেখায় কাঁপবে । গ্লাডষ্টোন, সলস্‌বেরি, বিসমার্ক আমার লেখার জোরে হাব-ডুবু খাবে । লেভিতে নিয়ন্ত্রণ না হ'লে লাটসাহেবের নামে ডিকা মর্সন স্টুট আনবে' ।

ব-বি। এক্সেলেণ্ট ! (Excellent) ক্যাপিটাল ! (Capital) ও হয়েছে, হয়েছে, প্রাণেশ্বর পুণ্ডপতি হয়েছে, বলসিংহাসনচ্যুত না হ'লে কি এমন ফিলিং আসে ? শেষটা মার্ডার না করে ফেলে ।

রামু। বিনো ! ভয় নেই, ফের প্রণয় ।

ব-বি। নাথ ! এই কি তোমার প্রকৃত প্রণয় ? তুমি এটিকেট জান না ? পাউডার দিলে রুম দিতে হয়, তা রুম কৈ ? আমার মানহানি কচ্ছ ?—কর, কর ।

রামু। পরসাদ নেই, ভুলেও গেছি ।

ব-বি। ভুলে গেছ ! ভুলে গেছ ! পরসাদ নেই ! তুমি শিক্ষিতা মহিলার মান জান না, শিক্ষিতা মহিলাকে বিবাহ করা তোমার উচিত ছিল না । কিঃ ছিঃ ! শিক্ষিতা মহিলার মানহানি করার পরিণাম দেখ । কি ! কি ! তুমি এদিকে এসো ।

(বির প্রবেশ ।)

কি ! তুমি বক্তার খিঁচিছি হও ! রামু যেমন আমার

মানহানি কল্পে, তেমনি তুমি রামুর ছটা কাণ ধ'রে রান্নাঘরে
কারাকল্প ক'রে রেখে এসো ।

ঝি । কাণ মুচড়ে দেবো কি গো ? এ যে বাবু ? মিন্সের ত কাণ
মুচড়াইনি, কল্কাতার মুখে ঝাড়ু মেরে যেতে পাচ্ছে বাঁচি ।

ব-বি । ঝি ! ধর, কাণ ধর, রান্নাঘরে নিয়ে যাও । কি ?—দাঁড়িয়ে
রয়েছ বে ? ধর—ধর—ধর, এমনি ক'রে ধর; যাও, রান্না-
ঘরে নিয়ে যাও ।

(ঝির কাণ ধরণ ।)

রামু । যাই,—যাই, ব্লুম আনিগে, প্রেমের যোগাড় করিগে, পয়সা,
পয়সা, মান, মান, শিক্ষিতা রমণী ! শিক্ষিতা রমণী ! !
বক্ষিম বিনো ! বক্ষিম বিনো ! !

ব বি । নাথ পাগল হলো নাকি ? আহা ! তা হলেও তো যা হয়
একটা বিরহ ক'রে বাঁচি । লভ্‌ সিন্‌টা বেশ জমে আসছিল,
নাথ চলে গেলেন । এই উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে তাড়িৎ
তারপথ, বাষ্পীয় যান, ব্যোমযান প্রভৃতি চরম উন্নতি লাভ
করেছে । আমি প্রণয়কাতরা হয়ে বিরহ দেখাতে পারব
না ?—উঃ !

গীত ।

বিরহেরি আশা আমি বেধেছি বুকে ।

লতায়, পাতায়, স্থলে, জলে, গগনে, সমীরণে,
বিষাদিত-বদনে বিরহেরি ছায়া হেরিব পুলকে ;

মনসাধ, অবসাদ, সাধে বাদ,

বুঝি জনম জলিয়া যাবে বিরহ কুহকে ।

“বিরহ না হতে মোর হলো পরিণয়”

“ছি ছি ছি এ যাতনা প্রাণে কি লো সয়” :

(বির প্রবেশ ।)

ঝি । দিদি বাবু ! বাবু রান্নাঘরে দাঁড়িয়ে কাঁদছে গো ।

ব-বি । কি জান, মহা মহা বীরেরা কাঁদিয়াছেন, সিরিরো কাঁদিয়া-
ছেন, পম্পী কাঁদিয়াছেন, ব্রটস্ কাঁদিয়াছেন, আগ্নেয়া কাঁদিয়া-
ছেন, মৃগুরা কাঁদিয়াছেন ।

একাকিনী শোকাকুল অশোক-কাননে
কাঁদেন রাঘব-বান্ধা অঁপার কুটীরে !—

নীতা স্বয়ং লক্ষী হইয়াও রামচন্দ্র বিহনে কাঁদিয়াছেন ।

ঝি । আমিও মিন্সের কথা মনে পড়লে কাঁদিগো । একদিন
হৈসেলে বনে মুড়ি আর মৃগা পেতেছিলেম, আর মিন্সের
মুখ মনে পড়লো, চখের জলে ফলার হয়ে গেল ।

ব-বি । কি ! তোমার প্রাণে প্রেম আছে, নিশ্চয় আছে । বিরহ
আছে, তুমি তোমার স্বদেশ মেদনীপুর ত্যাগ করে, বিদেশে
দাদীবেশে প্রেম জানাচ্ছ, বিরহ দেখাচ্ছ । কি ! তুমি ধত্ব !
রাজপুতনায়, বঙ্গালায়, বেহারে আর নাগিক নাই । কি !
তুঁন মেদনীপুরকে পবিত্র করলে ? কি ! তোমার হজব্যাও
তোমাকে ভালবাসতো ?

ঝি । হজ্—হজ্—হজ্—বান্টু—বান্টু—কি বলছো গো ?

ব-বি । কি ! হজব্যাও মানে জানিনা ? তোমরা যাকে স্বামী বল,
আমরা যাকে ভর্য বলি, সাঁইহবেরা হজব্যাও বলে ।

ঝি । ছিল গো ছিল, ভাতার ছিল, কৈ মিন্সে তো বাজাওয়াল
ছিল না, শানাইওতো বাজাতো না । তিনি বৈয়ব ছিলেন,
রামণিগে ফুঁকতেন ।

ব-বি। তিনি বৈষ্ণব ছিলেন ? তাঁর মাথায় টিকি ছিল ? (Horrible) হরিবোল !

ঝি। আমরা কৈবোত গো কৈবোত । তিনি বৈষ্ণবদের মত ফোঁটাও কাটতেন । হরিবোলও বলতেন গো হরিবোল বোলতেন ।

ব-বি। আহা ! ঝিকে দেখলে আমার পিঠী হয় । ঝি লেখাপড়া জানলে একজন মেদনীপুরের মডেল হিনোইন হতে পারতো ।

ঝি। আমি পিটে গড়তে জানি গো খুব জানি, ন্যাকা-পড়া শিখে হরিণ হবো কেন ? বন্দীদের বউ ন্যাকা-পড়া শিখলে আর কোথা চলে গেল ।

ব-বি। হা ! বন্দীবউ, হা ! বন্ধিম বাবু ! ওহো ! আমাদের বন্ধিম বাবু ! তুমি এখন স্বর্গে । তোমার কুপায় এতটা শিখেছি ! তুমি দে.তা । হা বন্ধিম বাবু ! হা তিলোত্তমা ! হা রেবেকা ! হা কতলু থা !

(রাসুর প্রবেশ ।)

ব বি। প্রাণেশ্বর ! রামু ! তোমার আজ এক ঘণ্টা পাঁচ মিনিট আড়াই সেকেন্ড লেট হয়েছে ।

রামু। হঁ !

ব বি। রামু ! রামু ! প্রিয়তম জীবিতনাথ ! এই কি তোমার ভালবাসা ?—এই কি তোমার প্রণয় ?

রামু। আরে থাম, প্রেসের জোগাড় ত হলো না, আর ভালবাসায় কাজ নে. সাবেক দেনার দায়ে কবে জেলে যাই ; প্রণয়ে এখন মহা . হয় হয়েছে ।

ব-বি। প্রাণেশ্বর ! জীতিেশ্বর ! জন্মেশ্বর ! প্রণয়েশ্বর ! প্রেমেশ্বর !
বঁধু হে ! আজ তুমি বিরহেশ্বর হ'লে, কে বলে রামুর প্রাণে
বিরহ নাই ? আজ আমার কাঁচা প্রাণে বিরহের নাইটুক
এসিড ঢেলে দিলে। প্রিয়তম ! এতদিনে কূল পেলুম।

রামু যাও যাও বিলম্ব সহ্য না আর,
বিরহেরি বেগ প্রাণে করে ধড় ফড়,
ডেপুটী আমার পিতা, আমি বি এ পাশ
আমার ফিয়ার কিবা বিরহের হেতু
রামু, বাঁধ বুক হয়োনাকো কাবু।

রামু। আর তোমার প্রেম, প্রণয় বিরহ ভালবাসার কাজ নেই।

ব-বি। আর আমার ভয় নাই। প্রাণেশ্বর ! প্রাণ খুলে বল, কবে
তুমি জেলে যাবে ? কবে জগদীশ্বরের কৃপায় সেই শুভদিন
উদয় হবে ? আমি দুঃখের জীবন বহন করেছি, কখনও মন
খুলে, প্রাণ ভরে কাঁদতে পাইনে, বীরত্ব দেখাতে পারিনে।
আমার সেই শুভদিন এসেছে।

রামু। এখন আমাকে জেলে যেতে হবে। আর তোমার ভালবাসার
কাজ নাই।

ব-বি। নাথ ! আজি যাবে ? যাও, এখনি যাও, আবার চেয়ে রইলে
যে ? যাচ্ছ না যে ? আমি এতবার বলছি, তবু তুমি দাঁড়িয়ে
রয়েছ ? কি দেখছো ? যাও, যাও, যাও, আমার সকল
সাধ পূর্ণ হোক।

রামু। প্রণয় প্রণয় কচ্ছে, আমার যে ছোট আদালতের পেয়াদার
সঙ্গে প্রণয় হবে। এ প্রণয় যে ছাড়াবার যো নাই, লাল
কড়ি-কাঠের সঙ্গে প্রণয় কর্তে হবে।

ব-বি। নিজহাতে রচিয়াছি এ মোহন বেণী
কবি বলে কাল-ভুঞ্জিনী ; সেই বেণী—
আজ এলাইয়ে দিব, কেশজাল ধুলায় লুটাব ॥
উন্নত কণিনী মত সদাই ফোঁপাব
চমকিয়া উঠিয়া স্বপন দেখিব,
প্রলাপিয়া হয়ে রব ধরায় শারিনী ॥

প্রাণেশ ! কবে তুমি জেলে যাবে । কবে আমি বিরহবিধুব
হবো ?

রামু। আর কথা কব কি বল, কথা বেরুলে তো কব । দুঃখের
কথা বলতে এলুম, তুমি যাচ্ছে তাই সাধুভাষা আওড়াতে
আরম্ভ করে । আমি জেলে যাব আর তোমার সকল সাধ
মিটবে—না ?

ব-বি। প্রাণনাথ ! একটানা প্রণয় প্রণয় নয় ? প্রণয়ে কোয়ার
ভাঁটা চাই ; প্রণয়ে বিরহ চাই ।

(নেপথ্যে)

রামবাবু ! একবার বাহিরে আসুন ।

রামু। দেখ, আর সময় নেই । বোধ হচ্ছে যেন পেয়ারার গলা ।

ব-বি। প্রিয়তম ! নাথ ! জীবনের সর্বস্ব নিধি স্বামী !

রামু। সময় গেলে আর আস না । বিরহের পেয়ারা এসেছে,
তোমার মত সৌভাগ্যশালী আর কে আছে ?

(নেপথ্যে) রামবাবু ! আর দেরি করবেন না ।

রামু। আজ্ঞে যাই । তবে চলুন ।

ব বি । একটু আস্তে আস্তে, ধীরে ধীরে বেও, আমি তোমার পানে
চেয়ে—চেয়ে—চেয়ে থাক্‌বো ।

[রাসুর প্রস্থান ।

ব বি । আজ (X mas) এক্সমাস, সাতপুতুরের ফাওয়ার সোর
আমেরিকার উদ্ভাষিত করিতে হবে, যাই ।

[প্রস্থান ।

দ্বিতীয় দৃশ্য ।



রাস্তা ।

(সরবৎ ওয়ালী, ফটোগ্রাফ ওয়ালী, পানওয়ালী, দক্ষচন্দ্র ও পাহাবাওয়ালী) ।

গীত ।

স য়ালী ।

নাম হামার বিবিজান
বদর-তলায় কাগর আমার
মুই গাছ-তলাতে বেচি প্রাণ ।
সরবৎ নয় এ ছাঁকা সুখা
পিলে হয় প্রাণটা সাদা
সমঝে নাহে কোন গাধা
মেরা খন্দে যত গাড়েয়ান ॥

(দক্ষচন্দ্র প্রবেশ ।)

হে সরবৎ-বিক্রয়-কারিণি ! অবশ্য তুমি মন্দভাগিনী, অবশ্যই
তুমি বুদ্ধতলবাসিনী ! উয়ি ! (Awake) এওয়েক, উঠ ।

(Song) সঙ্গ, সঙ্গীত কর, (Dance) ডান্স, নৃত্য কর,
(Lough) লাফ, হাস্য কর ।

স-শালী । অবশ্য তোমার যে খেপস্বরং চেহারা, আগে এক গ্লাস
সরবৎ পান ক'রে চেহারা কিরিয়ে ফেল, তার পর হাস্য
করবো ।

দগ্ধ । অবশ্য অবশ্য, তুমি কোথা থাক ? অবশ্য । জানেন আমি
(Love Song) লভ্ সঙ্গ্ এর হুহুরঙ্গ অর্থাৎ পিরীত-
সঙ্গীতে বড়ই মজ্ পুত । বয়ী উদ্ধারে বরই তৎপর, আমি
একজন বিগ্ধ শুদ্ধ সম্পাদক, খাঁটি কবিতাভক্ষক ।

স-শালী । খাঁটিতেই মাটি, মুইও খাটি ছেত, ঐ ইমামবর নোবে
সরবৎ খেয়েই মাটি করলে ।

দগ্ধ । অবশ্য অবশ্য ।

স-শালী । একটা পিরীতের গীত উঠে হোক না ?

গীত ।

ফুলী ও হন্দরী বাচি কেমনে ।

কহিলা পক্ষির ভাই ডাহে কুঞ্জবনে ।

আর ডেহ না আর ডেহ না ওহে পিকবর,

শুধু গের গের করে হিয়ে ছন্যো তোর স্বর,

ফাপর গড়েছ শ্রোণ না দেহি ছারান কনে ।

পাহারা । হুঁ ! শালী বটিক আছে ।

ফটো । (সঙ্গর) পাহারাওয়ালো গভর্ণমেন্ট সারভেন্ট, একটা পক্ষি-

সন হোল্ডার, লভার হলে পরিচয় দেওয়া যায় । পাগড়িটা খুলে ছবি তুলে আলবামে রাখা যায় । বাজালাটা প্রেমিক বটে, কবিতাও খায়, গানও মাখে, বাজনার ঝুয়ে থাকে ; তবে কথাগুলো কেবল বেসুয়ে । আহা ! পাহারাওয়ালা কেমন পাগড়ী বেঁধেছে, পানওয়ালাই সুখী ।

দগ্ধচন্দ্র । (দোড়াইয়া দোড়াইয়া গীত ।)

হন্দরী ও হন্দরী বাচি কেমনে ।

পাহারা । শালা ! ইদার আওয়েগা তো দাঙা দেগা । তেরা গলামে লমফোট কাহে ? ও শালা ! তোমকো বোম্বাইকো বেমার জয়া মানুম দেতা । আও শালা ! হাসপাতালমে আও !

দগ্ধ । অবশ্য অবশ্য, যব ডাঙা দেগা, তব তোমারা নামমে কাগজে লেখেগা, অবশ্য তোমারা মাখা খাগা । জারের লেগে গলায় কোমফোট দিছি, শালা বলে বিউবনিক হয়েছে । দেহি দেহি লম্বর দেহি ।

পাহারা । (দগ্ধচন্দ্রের গলা ধাক্কা দিয়া বিদায় করণ)

কটোগ্রা । পাহারাওয়ালা গার্ডমেন্ট সার্ভিসেন্ট, পজিসন আছে ; নীত গ্রীষ্ম মানে না, পাহারা দেয় ; চোর-ডাকাত মানে না, পাহারা দেয় ; সময় অসময় মানে না, যেখানে সেখানে নিদ্রা দেয় ; জাত অজাত মানে না, প্রাণ দেয় । পাহারাওলা বীর-পুরুষ, পাহারাওলা প্রেমিক । পাহারাওলা ! পাহারাওলা !! পাহারাওলা !!!

পাহারা । পানওলা ! ও পানওলা ! তেরা খসম কাঁহা, ইধারে আইয়ে, জেরা নাচ গান করিয়ে ।

গীত ।

পা-ওলী । আমি বেচি পানের খিলি ।

দিনের বেলা ঘুমোই ক'সে, সন্ধ্যা হলে দোকান খুলি ।

আমার পুরুষ রতন,

গম্ভে গম্ভে ভোরের বেলা ফেলে এ রতন,

দিয়ে দাঁত মিশি, মুচুকে হাসি, বেস্তে বসি পান,

কত রং বেরঙের বাবু ভেয়ে, চেয়ে চেয়ে যান ;

দিলে নথের নাড়া, দেয় গো সাড়া,

বলে পান অছে প্রাণ খিলিওলী ॥

পাহারা । খিলিওলী ! ও খিলিওলী । তেরা খসম কাঁহা ? রাত্বে

সিঁদ উদ চোরী ওরী কুচ্ছয়া নেই ত ?

পা-ওলী । সেঁইয়া সিদেলে কি করবে চুরি,

রেখেছি ধন যত্ন ক'রে আমি নিজে দেখে নিজে মরি,

পাহারা । খিলিওলী ! তুই রসিক আছিস্ । তোরে আমি বড়

পেয়ার করি ।

পা-ওলী । আমি রসিক তাতো জানি,

অরসিক খন্দের হলে করি তারে বেইমানি,

পাহারা । বিবি ! হাম বেইমান নেই, কেয়া আঁখ্‌সে তোম্‌কে

দেখা, হাম বোলনে সেক্তা নেই; হাম রাত্বে যব নিদ্‌ যাত্তা,

তেরা বদন হামারা দিলমে পাহারা দেতা, হাম তোম্‌কে

ফুকার তা হ্যায়, আর হাম জাত্তা, তোম হামারা জুড়িদার

হ্যায় ।

পা-ওলী। পাহারাওলা সাহেব! তোম্ মুলুকা ম মাও, সড়ক্‌মে
খিলিকা দোকানমে কুচ দস্তি ওস্তি হোগা নেই।

পাহারা। বিবি! হামি আর দেশে যাব না। এই কল্‌কেতাতে
থাকবো। তেরা বদন বহুত সুন্দর হায়, তেরা সজ্জীত সর-
বৎ কা ম্যাফিক হায়। এইখানে রাম রাম করবো।

পা ওলী। পাহারাওলা সাহেব! যদি তুমি আমাকে পেয়ার কর,
তবে এই সড়ক্‌মে একঠো মিঠা তান লাগাও।

গীত।

পাহারা। বিবি হামি তার দেশে যাবে না।

হেরব তেরা বদনখানি মইলে ছাতু খাবে না ॥

নিদমে তেরা বদন হেরি,

মেরা মনমে মারা ছুরি,

তেরা পাঁওমে রাখ্‌কে পাগ্‌ড়ী নকরী আর করবে না ॥

পা ওলী। পাহারাওলা সাহেব! কাল বেহানমে আইও, তোমারা
সাথ্‌মে ছ একটা সেঁইয়া পৌঁইয়া বাত কহেঙ্গী।

পাহারা। বিবি! হামি তোকে বড় পেয়ার করি। কুছ লাডু
উড্ডু--মিঠাই উঠাই মুলকে লেয়ায়ে? তোম্ মুমে দিলে
হামারা দিল রোস্‌নী হোগা।

পা ওলী। পাহারা সাহেব! তোমারা জমাদার আতেহেঁ, ভাগো।

পাহারা। শালা বহুত চোড়ী হায়; হামী থোড়া দিল লাগি করছি,
শালা ইবার আতে হেঁ, শালা বহুত বেইমান হায়।

বিবি হামি আর দেশে যাবে না।

হেরব তেরা বদনখানি মইলে ছাতু খাবে না।

ফটো - উঃ ! চলে গেল ! উঃ ! পাহারাওলা ।

[উভয়ের প্রস্থান :

ফটোগ্রাফওয়ালীর গীত ।

আমি খুলেছি ফটোগ্রাফী,
মন খুলে ফটো তুলে, আমি মুখের হাসি মুখে চাপি ।
(কেউ) ফটো তুলতে এলে পরে,
খুলে আমার ক্যামেরার,
সিটিং নিয়ে পিরীত পস্চারে,
ইসারায় হেরে তারে, তুলে নি তার আদত কাপী ,
হৃদ আলবামে রেখে দিয়ে, চোকে চোকে হলে কাপি ।

তৃতীয়-দৃশ্য

সাতপকুরের বাগান ।

ফার্সয়ার সো'র সম্মুখ ।

(বন্ধিম বিনোদিনী, দাদুখানি, কুসুম, হুসনীলতা, প্যাজকলি, ঝি প্রভৃতি ।

ব-বি । আনন্দ ! আনন্দ ! উৎসাহ ! উৎসাহ ! সোৎসাহে বুকে
বিরহ প্রে করছে ও প্রাণে হিষ্টিরিয়ার হরিকেন ছুটেছে ।
হিষ্টিরিয়া ! আঃ হিষ্টিরিয়া !! ওঃ হিষ্টিরিয়া !!!

ঝি । এত লোকের সামনে কি কবে ইন্সি হবে গো ?

ব-বি । ঝি ! আমার ফিলিং আসছে, তুমি থাম । প্যাজকলি ।

ট্রাক থেকে বিরহের সব জিনিস-পত্র বাঁচ কর। বোধ হয়, আমার আর দেরি নেই। ফিলিঙের স্পীরিটস মধ্যে মধ্যে উড় উড় হচ্ছে, তবে আমার প্রাণবায়ু বীরবাহ বিরহী রাসুর কাছে গিয়াছে। না-না-না।

ঝি। ও না! দিদি বাবু কেপা হলো নাকি?

ব-বি। ঝি! তুমিও নায়িকা,—মেদনীপুরী নায়িকা। আমার এখন ও ম্যাড্‌ সিন্‌ প্লে করার সময় হয় নি।

ঝি। দিদি বাবু! কি বক্তৃত্তেছো গো, দেয়ালা করছ, কখন?

ব-বি। আমার পাশে কে কথা কয়? কে ও সখা চারমিওন? তোমরা সতর্ক পেকো! মূর্চ্ছা শেষ হলে সংবাদ দিও।

স্ব-লভা। বিনো! ক্ষত বিক্ষত হ'য়ে না! হিষ্টিরিয়াটা তা হলে জমাটি হবে না।

ব-বি। সখি! নাথের সংবাদ এনেছ? তিনি কি রণজয়ী হয়ে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে এসেছেন? তিনি কি চিতোর-লড়ায়ে জয়ী হয়েছেন? যদি না হয়ে থাকেন, আমার পিঠে ধনুর্কোণ বেঁধে দাও, ছুরীখানা বুকে গুঁজে দাও, আমি বীরান্ননা-বেশে সেখানে যাব, নাথকে মুদ্ধে (Assist) এসিষ্ট করবো।

ঝি। ভূতে পেয়েছে। যাই, রোজা ডেকে আনিগে। আবল তাবল মেলাই বক্ছে, পাগল হলো না কি?

ব-বি। সখি! তুমি সাবধানে থাক, বোধ হয়, এইবার আমি ম্যাড্‌ সিন্‌ প্লে করবো।

ঝি। গতি-লাল নয়, বোধ হয়, ভূতে পেয়েছে। ভূতের রোজা আনিবো।

(বিনো ধড়মড়িয়া উঠিয়া)

ব-বি ।

সন্ সন্ ডাকে সমীরণ,

গভীর গর্জনে হয় বারি বরিষণ ।

ধু ধু ধু ধু চিতানল সম জলে বিনোর হৃদয়,

এইবার বুঝি বক্ষে বিরহ উদয় ॥

হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—আমার পাশে কথা কচ্ছে কে ?
গিরিজায়া, না হরিদাসী বৈষ্ণবী, না চামেলী, না বঙ্গবাসীর
এডিটর ? আমার পাশে দাঁড়াও, দাঁড়িয়ে বল, আমার
রত্নহারাদিক প্রাণাধিক কি ফিরে এসেছে ? না না না,
ফিরে নাই । এখন আমার জন্ত ভগ্ন অট্টালিকার ইটে ব'সে
মাটিতে কবিতা রচনা কচ্ছেন । উঃ ! কবিতা ! কবিতা !
কেউ আমার নাথের সংবাদ এনে দিলে না । আমার এখন
ফিলিং এলো । আ ! আ ! আ ! (পতন ও মূচ্ছা)

(রোজা রোজিনী ও নির প্রবেশ)

গীত ।

রোজা । ভূত পেত্নী ঝাড়ার চোটে করব পগার পার ।

দেবো হলুদ পড়া, সরষে পড়া (দেবো) জুতা পড়া আর ॥

রো-নি । সেজে বেগুড়া বিদ্যুটে ঢং তুমি কোথা থেকে ।

রোজা । তোমার মাথা খাব ব'লে বাঘের রক্ত মেখে ॥

রো-নি । ভারি ভুরি জারি জুরি জানি তোর সব ।

রোজা । চারিটা ধূলো পড়ায় তোরে করতে পারি শব ॥

উভয়ে । কে হারে, কে জেতে দেখা যাবে রে এবার ॥

রোজা । আমি এম, এ, বি, এ কত ভূত করেছি আমদারি
রো-নি । আমার আঁচলেতে বাঁধা আছে পাশকরা পেত্নী ॥

রোজা । আমার যন্ত্রের জোরে তুই পড়'বি ঘুরে

খাওয়াব তোরে ঘুরণ পাক ।

রো-নি । কালো ব'য়ের সাদা গোঁপ কলকটির কাল শেক

রোজা । ফুস্ মস্ত পড়ে তোরে ক'রে দিব কাঁক,

চুপ করে থাক তুই চুপ করে থাক ।

নাটুকে কাটুকে ভূত মন্ত্রের জোরে হবে ছারখার ।

দেব হাতপড়া, বেড়ীপড়া, শেষে কাঁটা পড়া চমৎকার ॥

ব-বি । (গলা তুলিয়া) কে ও অভিরাম স্বামী এলে ? অভিরাম
স্বামী ! আয়েযাই সুখী ॥

রোজা । ভয় নাই, পেত্নী ভর করেছে ।

কুসুম । বিনো ! অন্তটা করবার কথা নয়, দেখনা চাঁদ উঠেছে,
ঝুর ঝুরে বাতাস বইছে, ফুলের বাসে প্রাণ আমোদিত
হতেছে, বিনো ! আমাদের কি ভালবাসা না ?

ব-বি । (সুরে) “ছড়ায় এত ভালবাসা কোথা পায়

বুঝি ছেঁড়া ফুলের ভালবাসা”

রোজা । বাবা ! এ সেকলে ভূত নয়, এ হালি ভূত । দাও, এসেন্স
দাও, ফুলের গোড়া দাও, একখানা ছবির বই দাও, একখানা
সংবাদপত্র দাও, যেন বঙ্গবাসী দিও না ; ও টিকিওয়ালা ভূত
নয় ।

ব-বি । কিওয়ালা প্রণয়ী হয় না ! নাপথ্যচার্য্য প্রণয়ী ছিলেন না,
হেমচন্দ্র মৃণালিনীকে অনেক দুঃখ দিয়েছেন । :

ঝি । এসো দিদি বাবু এসো ।

ন-বি । ঝি ! তোর পায়ে পড়ি তুই আর একবার আমার ফিলিং এনে
দে, আমি ভাল ক'রে এত লোকের সামনে ফিলিং দেখাই ।
একজন । বেটীরা মরেছে । ইঁাংগা বাছা ! তোমরা হিঁদ্রর মেয়ে,
আহা ! তোমাদের বাপ কে গা ? হিঁদ্রয়ানীটা এত উন্নতি
হয়েছে ?

কুসুম । (Sir) মশাই ! বাধা দিবেন না, এখনও ফিলিংয়ের দিট
আছে ।

সকলে । বিনো ! বিনো ! রামু এখন জেলে বন্দী !

ব বি । যাই ! যাই ! রামু জেলে, রামু বন্দী ; বঁধুছে ! তুসি
বন্দী ! যাই—যাই, ঐ হিঃ হিঃ ।

[বিনোর প্রস্থান ও সকলের করতালি ।

চতুর্থ দৃশ্য ।



প্রসিডেন্সি জেলের সম্মুখ ।

(জেল-সুপারিন্টেন্ডেন্ট ও তাঁহার বালক-বালিকা)

SONG.

Papa come !
Come to the New market come !
Chris'mas Cake, Chris'mas Card
Buy some singing Bird,
Come Jelly Nelly Poly Selly,
Sing a song charily marily.
Mama Drive Tam dum.

(বেগে বন্ধিন বিনোদিনীর প্রবেশ)

ব-বি। রক্ষী! রক্ষী! ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও। আমার প্রাণনাথকে ছেড়ে দাও, আমি এসেছি, অনেক অনুসন্ধান করে এসেছি। প্রাণকর্তাকে না পেলে, এখনি এইখানে, এই কারাগারের দ্বারে প্রাণ বিসর্জন করবো।

ঝি। সাহেব! আমি তোমাকে লাউশাক দেব, মূল্য দেব, মুড়ি দেব, বাবুকে ছেড়ে দাও।

ব-বি। আমার স্বামী ভেলে! তাই তোমার কাছে এসেছি, আমার রান্নাকে দাও, আমার বঁধুকে দাও।

সাহেব। আমি অনেক দিন বাঙ্গালীয় আছি, বাঙ্গালার অনেক আচার-ব্যবহার দেখেছি, তোমার স্বামীর কাছ থেকে সব শুনেছি। বাঙ্গালীরা সামান্য শিক্ষার জোরে সাহেব সাজিতেছে, বিলাত যাইতেছে, বিলাতী আচার-ব্যবহার অনুকরণ করিতেছে। হিন্দুদিগের, যে দেবতাদিগকে দেখিলে আমা-
দের প্রাণে ভক্তি হয়, সেই দেবতাদিগকে হিন্দুরা আপনাই অপমান করিতেছে। ষিক্ হিন্দুদিগকে! হিন্দুরা আমাদের সকল বিষয় অনুকরণ করিতে যাইয়া জানোয়ার-পদে অভি-
ষিক্ত হন, আমরা সেই জানোয়ারকে লইয়া নাচাইয়া থাকি। ইংরেজেরা যে বাঙ্গালীদিগকে ঘৃণা করে, তাহার কারণ আর কিছুই নয়। বাঙ্গালীরা স্বজাতির গৌরব রাখিতে জানে না, নিজের মান নিজে রক্ষা করিতে জানে না, পয়সা পাই-
লেই তাহাদের সনাতন হিন্দুধর্মের জলাঞ্জলি দিয়া থাকে। পয়সার দ্বারা ব্রীষ্টান হইতেছে, মুসলমান হইতেছে, এমন কি,

নিজের পরিবার হইয়া অপর জাতির সঙ্গে বিবাহ দিতেছে ; Shame! Shame! আমি অধিক বলিতে চাহি না, হিন্দুদের পুণ্যময় সংসার-ক্ষেত্রে পুণ্যময়ী কুললক্ষ্মীদিগের যে মুখচন্দ্র স্বর্ঘ্যও দেখিতে পায় নাই, আজ কি না, তাহারা আদালতে দণ্ডায়মান হইয়া নিজ স্বামীর নামে অভিযোগ আনিতেছে। আমাদের সভা-সমিতিতে যোগদান করিয়া আমাদের সহিত আমোদ-প্রমোদ করিতেছে, Fie! Fie! বাঙ্গালীদের ভবিষ্যৎ ভরসা কতাপুল্লগণ শিক্ষা প্রভাবে উচ্ছন্ন হাইতেছে, বাঙ্গালীর পুণ্যময় সংসার-ক্ষেত্রে পাপের স্রোত প্রবাহিত হইতেছে। তোমার দোষে তোমার স্বামীর জেল। তোমার স্বামীর ঋণ-পরিশোধ করিয়া মুক্তি দিতেছি। বিবিয়ানা পরিত্যাগ কর, নিজ স্বধর্ম্মে মতি রাখিয়া, গুরুজনায় প্রতি ভক্তি রাখিয়া, সুখ-সচ্ছন্দে সংসার-যাত্রা নির্বাহ কর গে। আর এমন কুসংস্কারে লিপ্ত হইও না।

৬ বি। (স্বগতঃ) আমি কি পাপিনী! আমি আমাদের এমন পবিত্র ধর্ম্মকে অবহেলা করেছি। একজন বিজাতীয়ের মুখে হিন্দু-ধর্ম্মের কথা শুনিতে হইল! আর আমি হিন্দু হ'য়ে বিজাতীয় আচার-ব্যবহার অনুকরণ করিতে গিয়া স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছিলাম, দিক্ আমাকে! ভগবান্! রক্ষা করুন!!

(নদেরচাঁদের প্রবেশ)

বাবা! আমি কুকাঙ্গ করেছি, আমার বুদ্ধির দোষে পবিত্র হিন্দুধর্ম্মের অপমান করেছি, পরমগুরু পরমারাধ্য দেবতুল্য স্বামীকে অকারণ নানাবিধ ঋণজালে জড়িত করেছি। পরমেশ্বর! আমি অপরাধিনী, আমি পাপিনী, আমার

পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই ! (সাহেবের পদ ধাক্কা) সাহেব !

আমাকে ক্ষমা করুন ! বাবা ! আমাকে ক্ষমা করুন !

সাহেব । রামুকে নিয়ে এসো, হাঁ, তোমাদের অপরাধ নাই, দোষ
তোমাদের শিকার । মা ! উঠ ।

ব-বি । সাহেব ! (নদের চাঁদকে দেখাইয়া) ইনি আমার পিতা ।
তুমি আমার ধর্মপিতা ।

ন-চাঁদ । মশাই ! আপনি আমার বন্ধু । এই সকল আমার বুদ্ধির
দোষে ঘটিয়াছে । ভগবান্ ! স্মৃতি দাও ।

সাহেব । আপনিও আমার পরম বন্ধু, আমি টাকা লইব না । যত্বপি
আপনি ঋণ মনে করেন, তাহা হইলে কোন অতিথিশালায়
এই টাকা প্রেরণ করিবেন ।

(রামুর প্রবেশ ।)

ব-বি । (ধোঁড়াইয়া যাওয়া রামুকে প্রণাম) সাহেব ! তুমি আমার
ধর্মপিতা, তুমি আমাকে জ্ঞান-শিক্ষা দিলে, তোমার জন্তে
আমি আজ সব স্তখে স্তখী হলাম ।

রামু । সাহেব ! তুমি আমাকে যথেষ্ট যত্ন করেছ, তোমার ঋণ আমি
কখনও পরিশোধ করতে পারবো না । তুমি আমার ধর্মপিতা,
তুমি আমাকে ক্ষমা কর । ভগবান্ ! তোমার পদে যেন
ভক্তি থাকে ।

ব-বি । (সাহেবের হেলে মেয়েকে কোলে করিয়া) তুমি আমার
ভাই, তুমি আমার বোন, দেখিস্, যেন এই দুই দিদিটাকে
ভুলিস্ নে ।

ঝি । আমি তোমাকে লাউশাক দেবো । আর দেখ থোকা, এই
বাউনীর দিনে তোদের পিঠে দিয়ে যাব ।

ব-বি । আমি শিক্ষার দোষে সমাজের আচার ব্যবহার ত্যাগ ক'রে
বিবিয়ানা ক'রে যথেষ্ট কষ্ট পেয়েছি ও দিয়াছি, ভগবান্ কি
আমাকে মার্জনা করিবেন ?

সাহেব । দেখ, এখন তুমি ধর্ম্মমেষে, তুমি এখন বিবি নয় । দেবি !

যাও, স্বামী ও গুরুজনকে নিয়ে স্নেহে স্বচ্ছন্দে ঘর করগে ।

ন-চাঁদ । আমি সাহেবিয়ানা ক'রে নানা লাঞ্ছনা ভোগ করেছি,

আমার নিতান্ত ইচ্ছা, একবার তীর্থ দর্শন ক'রে আসি ।

এসো, আমরা তীর্থ-দর্শনে যাই ।

[সাহেবকে যথারীতি সম্মান করিয়া সকলের প্রস্থান ।

পঞ্চম দৃশ্য ।

হরিদ্বার ।

যোগিনী অ সীনা ।

(নদের চাঁদ, রামু, বঙ্কিম বিনোদিনী, কালাচাঁদ ও ষির প্রবেশ ।)

গীত ।

যোগিনী । পার্শ্বতীপতি পঞ্চানন পরমেশ্বর প্রণমি পায় ।

কালিয়দমন কালেরি ধরণী কভু কাল

বল কে চেনে তোমায় ॥

তারকা তপন, চন্দ্রমা পবন,

তব প্রেমে নিত্য করিছে ভ্রমণ

সমুদায়—বিধি হয় তব বিধি

তোমারে ছাড়িয়া কেবা ত্রাণ পায়

ধরাধামে ধর্ম্ম তুমি হে সহায় ॥

FAIRY LAND.

— 1 —

পরীক্ষান

গীত ।

আজি শুভদিনে এ শুভ-কাননে,
প্রেম-গানে এসো তুলি প্রেম-তান ।
সোহাগে গলিয়ে, সোহাগ ঢালিয়ে,
নাথেরি আশে রেখেছি প্রাণ ॥

চাঁদের কোলে হেলে ছলে চাঁদ নিয়ে করি খেলা
চাঁদের চুমুগেয় বিভোর হয়ে ধরিব চাঁদের গলা
হের রূপরাশি ফুল-কুল-হাসি,
প্রাণে প্রাণে মেশামেশি করি প্রেম-সুধাপান ॥

